দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণার্থী হ্যান্ডবুক

Printing supported by:

Comprehensive Disaster Management Programme
Ministry of Disaster Management and Relief

UKaid from the British people
European Union
NORWEGIAN EMBASSY
SWEDEN
Australian AID
UNDP
Empowered lives. Resilient nations.

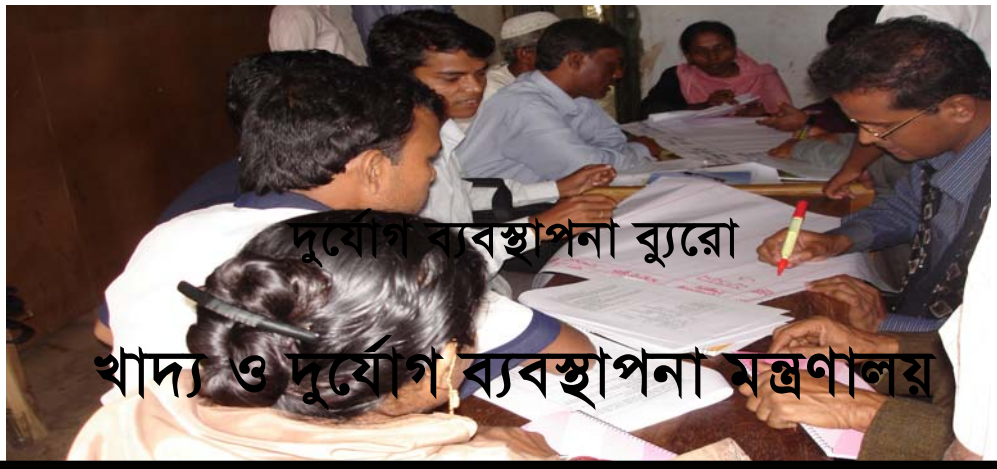

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণার্থী হ্যান্ডবুক

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ
প্রশিক্ষণার্থী হ্যান্ডবুক

প্রণয়নে----------

এ কে এম মামুনুর রশীদ
কমুনিটি রিস্ক রিডাকশন স্পেশালিষ্ট

এ এন এম ওয়াহিদুর রহমান
ট্রেনিং এন্ড মনিটরিং এক্সপার্ট

আব্দুল লতিফ খান
ন্যাশনাল কনসালটেন্ট-ট্রেনিং এন্ড প্রিপেয়ারডনেস

এবং

মাহমুদা আকতার খান
ম্যানেজার-ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ প্রম্পট

ভাষান্তর ও সম্পাদনায় ----------
-

আনোয়ারা হায়দার
ন্যাশনাল কনসালটেন্ট-ট্রেনিং
সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি সিডিএমপি

চুড়ান্ত সম্পাদনা — সাইফুল ইসলাম
স্বল্পমেয়াদি পরামর্শক, সিডিএমপি

কারিগরি সহায়তায়----------
-

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি -সিডিএমপি

সার্বিক সমন্বয় ----------
-

কমপোনেন্ট ২-বি, সিডিএমপি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

প্রকাশনায়:
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, মে, ২০০৭

কপি রাইট © ২০০৭ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

আর্থিক সহায়তায়.....

জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রম –ইউএনডিপি এবং

ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট

বাণী

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশে পরিগণিত হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলা করেই বাংলাদেশকে উন্নয়নের পথ রচনা করতে হচ্ছে। বাংলাদেশের সাহসী মানুষ দুর্যোগের সাথে লড়াই করে টিকে থাকার ও এগিয়ে যাবার কৌশল রপ্ত করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জনগণের এ প্রচেষ্টাকে সফল করতে সরকার দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে প্রাকৃতিক, পরিবেশগত এবং মানবসৃষ্ট আপদসমূহের প্রভাব থেকে জনগণ বিশেষ করে দরিদ্রদের বিপদাপন্নতা হ্রাস করে একে একটি সহনীয় সামাজিক পর্যায়ে নিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এলক্ষ্যে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় বর্তমানের সনাতন ত্রাণমুখী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা থেকে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উত্তরণে এবং দুর্যোগের প্রকোপ মোকাবিলায় জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য ইউএনডিপি ও ডিএফআইডির সহায়তায় সরকার সারাদেশে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের এক সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে ।

সরকারের গৃহীত এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহকে কার্যকর ও দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সহায়িকা ও প্রশিক্ষণার্থী হ্যাণ্ডবুক প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রশিক্ষণার্থী হ্যান্ডবুক প্রকাশের এ উদ্যোগের আমি সার্বিক সাফল্য করি। এরূপ একটি প্রয়োজনীয় হ্যান্ডবুক প্রণয়ন ও প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো এবং সিডিএমপির কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই।

আমি সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

ধীরাজ মালাকার
সচিব
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

পূর্বকথা

দেশকে দুর্যোগের প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকলক্ষেত্রে কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্ত বায়ন ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। দুর্যোগকালে, দুর্যোগপূর্ব ও দুর্যোগোত্তর সময়ের উপযোগী জরুরি সাড়া, প্রতিরোধ ও প্রশমন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো সার্মথ্য অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে।

সরকারের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুসারে ইতোমধ্যে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নাধীন সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি দুর্যোগ মোকাবিলায় নতুন কার্যক্রম শুরু করেছে। এ কর্মসূচিভূক্ত দুটো কমপোনেন্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি মূলত পূর্ব পরিকল্পনামূলক ও বাস্তব প্রকৃতির। দুর্যোগের সম্ভাব্যতা ও তা মোকাবিলার সামর্থ্যকে মাথায় রেখেই উন্নয়নের সঠিক কর্মসূচি গ্রহণ এ কর্মসূচির এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ প্রক্রিয়া উন্নয়ন ও দুর্যোগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় অবদান রাখতে সক্ষম। মোটকথা সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা জনগণের অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় ঝুঁকি হ্রাস, প্রশমন, প্রস্তুতি, সাড়া, পুর্নগঠন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ওপর সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ফলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে এ কর্মসূচি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে। এ কর্মসূচি সম্পর্কে সকল পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তথা জনগণকে সচেতন ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

এরই অংশ হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি কম্পোনেন্ট ২-বি-র আওতায় সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষাণার্থী হ্যান্ডবুক এবং প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, এ প্রশিক্ষাণার্থী হ্যান্ডবুক ও প্রশিক্ষণ সহায়িকা সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটির সদস্যদের জন্য পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে আরও সফল করে তুলতে সক্ষম হবে।

ইউএনডিপি ও ডিএফআইডি-র অর্থায়নে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি প্রণীত এ প্রশিক্ষণার্থী হ্যান্ডবুকটি প্রকাশ করতে পেরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো অত্যন্ত আনন্দিত। আশাকরি, এ উপযোগী প্রকাশনা সরকারের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে কার্যকর অবদান রাখবে।

কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

স্বীকৃতি পত্র.....

বাংলাদেশ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির আওতায় সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষাণার্থী হ্যান্ডবুক প্রস্তুত করা হয়েছে। এই হ্যান্ডবুক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্মীদের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করবে যা দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি কমানো ও টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিদের সাথে মূল্যবান জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করে ও নিবিড় পরামর্শ করে এ প্রশিক্ষণার্থী হ্যান্ডবুক প্রস্তুত করা হয়েছে। এই হ্যান্ডবুকে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির জাতীয় কৌশলের যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির কম্পোনেন্ট ২-বি এ হ্যান্ডবুকটি প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। উল্লেখ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মাধ্যমে কম্পোনেন্ট ২-বি বাস্তবায়িত হচ্ছে । আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর প্রশিক্ষণ বিভাগের কাছে যারা কিছু পরীক্ষামূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছেন যা আমাদের প্রশিক্ষণ টিমকে এ হ্যান্ডবুক প্রস্তুতে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে। আমরা কৃতজ্ঞ ট্রেনিং এ্যাডভাইজারি গ্রুপের কাছেও যারা সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের এই হ্যান্ডবুকটি প্রস্তুতে বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন।

আমরা পুনরায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি হ্যান্ডবুক প্রস্তুতকারী টিমের কমুনিটি রিস্ক রিডাকশন স্পেশালিষ্ট এ কে এম মামুনুর রশীদ, ট্রেনিং এন্ড মনিটরিং এক্সপার্ট এ এন এম ওয়াহিদুর রহমান, ন্যাশনাল কনসালটেন্ট-ট্রেনিং এন্ড প্রিপিয়ার্ডনেস আব্দুল লতিফ খান এবং প্রম্পট এর ম্যানেজার-ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ মাহমুদা আকতার খানের কাছে যাঁরা তাঁদের মূল্যবান সময় দিয়ে এই চমৎকার সহায়িকা প্রস্তুত করেছেন। টার্ক এইডের মি: ক্রিস পিপারসও আমাদের সাহায্য করেছেন তার মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ দিয়ে। আমি স্মরণ করছি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ও সিডিএমপির সকল সদস্যকে যাঁরা তাঁদের মূল্যবান মতামত ও ফিডব্যাক দিয়ে প্রশিক্ষণ টিমকে হ্যান্ডবুকটির গুণগত মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন।

আমি আশা করছি এই হ্যান্ডবুক ঝুঁকি প্রশমনে ত্রাণ ও সাড়াদানমুলক কার্যক্রম থেকে স্টেকহোল্ডারদের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনামুলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হবার সকল চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।

ইয়ান স্ট্যানফোর্ড রেকটর
চিফ টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজার
সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি

সূচিপত্র----------পৃষ্ঠা

১. সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা----------
১.১ ভূমিকা----------
১.২ কয়েকটি সাধারণ সংজ্ঞা----------
১.৩ ত্রাণ নির্ভর মডেল ও সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেলের মধ্যে পার্থক্য---------- ---
১.৪ বাংলাদেশ সরকারের দর্শন, লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ----------
১.৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় নীতির কর্মকাঠামো----------
১.৬ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জাতীয় বাস্তবায়ন কৌশল----------

২. সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার চালিকাশক্তি----------
২.১ আন্তর্জাতিক চালিকাশক্তি----------
২.১.১ জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য----------
২.১.২ দুর্যোগ হ্রাসে বিশ্ব সম্মেলন---------- --
২.১.৩ দুর্যোগ হ্রাসে আন্তর্জাতিক কৌশল---------- -
২.১.৪ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব শীর্ষ বৈঠক----------
২.১.৫ জলবায়ু পরিবর্তনের উপর জাতিসংঘের কর্মকাঠামো সনদ----------
২.১.৬ এজেন্ডা ২১----------

২.২ জাতীয় চালিকাশক্তি----------
২.২.১ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র----------
২.২.২ দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশবলি----------
২.২.৩ বাংলাদেশে বন্যার ঝুঁকি এবং ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উপায় নির্ধারণে
জাতীয় কর্মশালার সিদ্ধান্তসমূহ----------
২.২.৪ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা----------
২.২.৫ জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা----------
২.৩ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় চালিকাশক্তিসমূহের সাথে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশলের
যোগসূত্র----------

৩. উন্নয়ন ও সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা----------
৩.১ উন্নয়ন কী----------
৩.২ দুর্যোগ হ্রাস - উন্নয়ন সম্পৃক্ত বিষয়----------
৩.৩ উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার গুরুত্ব----------
৩.৩.১ ঝুঁকি নিরূপণ-উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনার অপরিহার্য অংশ----------
৩.৩.২ ঝুঁকি নিরূপণের ধাপ ও প্রকল্প পরিকল্পনার মধ্যে যোগসূত্র----------
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়ন----------
৩.৪.১ ফলাফলের স্থায়ীত্ব ও বিবেচনার বৈচিত্রের ওপর টেকসই
উন্নয়ন নির্ভরশীল----------
৩.৪.২ সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় টেকসই উন্নয়নের নীতিসমূহ----------

৪ ঝুঁকি হ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ----------
৪.১ মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ কি----------
৪.২ মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের কাঠামো----------
৪.৩ ঝুঁকি হ্রাসকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করার সুবিধা----------

৫. সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল-ঝুঁকি হ্রাস----------
৫.১ সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেলের প্রধান প্রধান গুণাগুণসমূহ----------
৫.২ ঝুঁকি হ্রাস- ঝুঁকির পরিবেশ নির্ধারণ ও পুনর্নির্ধারণ সম্পর্কে জানা----------
৫.৩ ঝুঁকির পরিবেশ নির্ধারণ ও পুনর্নির্ধারণকরণের উপাদানসমূহ----------
৫.৩.১ ঝুঁকির কারিগরি ও প্রথাগত বিশ্লেষণ----------
৫.৩.২ জলবায়ু পরিবর্তন মডেল----------
৫.৩.৩ জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ মডেল----------
৫.৩.৪ প্রত্যেক বিপদাপন্নতার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ঝুঁকিসমূহ----------
৫.৩.৫ ঝুঁকির ম্যাট্রিক্স----------
৫.৩.৬ ঝুঁকির রেজিস্টার----------

৫.৪ ঝুঁকি হ্রাস-ঝুঁকির পরিবেশ ব্যবস্থাপনা----------
৫.৪.১ ঝুঁকির পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উপাদানসমূহ----------
৫.৪.২ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনার মডেল----------
৫.৪.৩ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনার ধাপসমূহ----------
৫.৪.৪ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে কর্মপরিকল্পনা----------

৬. দুর্যোগে জরুরি সাড়া প্রদান----------
৬.১ দুর্যোগে ঝুঁকির জরুরি ব্যবস্থাপনা কি----------
৬.২ জরুরি সাড়া ব্যবস্থা সক্রিয় রাখার পদক্ষেপসমূহ----------
৬.২.১ পূর্ব সতর্কতা----------
৬.২.১.১ সতর্কতা ব্যবস্থার চিত্র----------
৬.৩ স্থানান্তর ----------
৬.৪ অনুসন্ধান ও মুক্ত করা----------
৬.৫ চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ----------
৬.৬ জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম----------
৬.৭ জরুরি চিকিৎসা সহায়তা----------
৬.৮ জরুরি পুনর্বাসন----------
৬.৯ জরুরি অবস্থায় কার্যকরভাবে সাড়া প্রদানের চেকলিস্ট----------

৭. সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো, দায়িত্ব ও কর্তব্য----------
৭.১ বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য----------

৮. জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপন প্রক্রিয়া বা সি আর এ সম্পর্কে-প্রাথমিক ধারণা----------
৮.১ সি আর এ কি----------
৮.২ সি আর এ-র ব্যবহার----------
৮.৩ সি আর এ-র গুরুত্বপূর্ণ ধাপসমূহ----------
৮.৪ সি আর এ-র অংশগ্রহণকারীগণ----------

১. সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-কর্মসূচি বিশ্লেষণ

ভূমিকা

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক আপদের ফলে সৃষ্ট বড় ধরনের দুর্যোগ পরিস্থিতির নিজস্ব অনেক ইতিহাস আছে। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় এবং পরবর্তী বন্যায় তিন লাখেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়, ১৯৯১ সালের প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে এক লাখ বিশ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয় এবং ২০০৪ সালের বন্যায় দেশের প্রায় ৩৪ ভাগ এলাকা জলমগ্ন হয় এবং ৭৪৭ জনের মৃত্যু ঘটে।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ও প্রযুক্তিগত আপদসমূহ যেমন: ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদী ভাঙন, খরা, ভূমিকম্প, আর্সেনিক দূষণ, রাসায়নিক দুষিত বস্তু, আগুন, সড়ক ও সামূদ্রিক দূর্ঘটনা দ্বারা আক্রান্ত। দারিদ্র্য মাত্রা, গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন বৃদ্ধি, উচ্চ জনসংখ্যার ঘনত্ব, আকস্মিক বড় দুর্ঘটনায় মানুষের জীবন ও জীবিকার বিপদাপন্নতা স্পষ্টভাবে বাড়িয়ে দেয়।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনার শুরুতেই প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেয়া প্রয়োজন। যেমন: আপদ, বিপদাপন্নতা, ঝুঁকি, দুর্যোগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ সরকারের দর্শন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ফ্রেমওয়ার্ক, সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন কৌশল ইত্যাদি।

আপদ (Hazard)

আপদ একটি অস্বাভাবিক ঘটনা, যা প্রাকৃতিক, মানব সৃষ্ট বা কারিগরি ত্রুটির কারণে ঘটতে পারে এবং যা মানুষের জীবন ও জীবিকার ভয়াবহ ক্ষতি সাধন করতে পারে। যেমন: সাইক্লোন, বন্যা, ভুমিকম্প, সুনামি, খরা ইত্যাদি।

মনে রাখা প্রয়োজন, আপদ কোন দুর্যোগ নয়, বরং দুর্যোগের সম্ভাব্য কারণ। যেমন: ভূমিকম্প একটি আপদ, এর কারণে প্রাণহানিসহ ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো ধ্বংসের মাধ্যমে দুর্যোগ দেখা দিতে পারে। মৃদু ভূকম্পন আপদ কিন্তু এতে দুর্যোগ দেখা দেয় না।

অধিকাংশ **আপদ** বর্ণনা করতে নিম্নবর্ণিত পাঁচটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করা যেতে পারে:

- তীব্রতা অর্থাৎ কত বড়, কত দ্রুত, কত শক্তিশালী
- সম্ভাব্যতা অর্থাৎ আপদ ঘটার সম্ভাবনা
- বিস্তৃতি অর্থাৎ যে ভৌগোলিক এবং সামাজিক এলাকায় একটি আপদ আক্রমণ করতে পারে।
- সময়সীমা অর্থাৎ সতর্কতার সময়কাল, স্থায়িত্ব, দিন, সপ্তাহ, বছরের কোন সময় তা ঘটতে পারে।
- ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ কি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের আপদের উদাহরণ

প্রকার	আপদ
প্রাকৃতিক	বন্যা, অতি বৃষ্টিপাত, জলাবদ্ধতা, বৃষ্টিপাতের অভাব, খরা, লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, প্রবল ঝড়, উত্তর-পশ্চিম দিক হতে কালবৈশাখি বা টর্নেডো, ভূমিধ্বস, ভূমিকম্প, সুনামি ।
পরিবেশগত	জলবায়ুর পরিবর্তন, শিল্পকারখানার দূষণ, জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তি, বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, আর্সেনিক সংক্রমণ ।
মানব সৃষ্ট অনিচ্ছাকৃত	সড়ক দূর্ঘটনা, লঞ্চ দূর্ঘটনা, ভবন ধ্বসে পড়া, নদী ভাঙন ।
মানব সৃষ্ট ইচ্ছাকৃত	বোমা বিস্ফোরণ, সন্ত্রাস, বৃক্ষ নিধন ।
স্বাস্থ্যগত	এইচ আই ভি-এইডস, প্লেগ, দেশব্যাপী বা পৃথিবীব্যাপী বার্ড ফ্লু, মহামারি ।
জটিল	মৌসুমি বেকারত্ব ও মঙ্গা, অপরিকল্পিত বাগদা চিংড়ি চাষ, অপরিকল্পিত নগরায়ন, শরণার্থী সমস্যা ।

বিভিন্ন ধরনের আপদের চিত্র

নদী ভাঙন	বন্যা
বাংলাদেশে প্রতি বছর আট হাজার সাতশত হেক্টর জমি নদী ভাঙনের ফলে নষ্ট হয় । এ কারণে দুই লক্ষ (২,০০,০০০) লোক আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে ।	বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে ১৫% ভৌগোলিক এলাকা বন্যা কবলিত হয় । বাংলাদেশের ১৯৮৮, ১৯৯৮ এবং ২০০৪ সালের বন্যায় সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় যার পরিমাণ ১০৬০ কোটি টাকা ।

মানুষ সৃষ্ট আপদ - ভবন ধ্বস	ভূমিকম্প
সড়ক দূর্ঘটনা, ফেরি ডুবে যাওয়া এবং ভবন ধ্বসে পড়া বাংলাদেশে মানব সৃষ্ট প্রধান আপদ। ঘন ঘন ভবন ধ্বসে পড়া প্রমাণ করে যে ঢাকা শহরের বিপদাপন্নতা দিন দিন বাড়ছে।	ভূমিকম্প আমাদের দেশের একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি হিসাবে বিবেচিত। ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রামে ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা বেশি কাজেই এসব এলাকা একারণে ভীষণ বিপদাপন্ন।
সাইক্লোন	
	প্রতি বছর ঘন ঘন সাইক্লোন হওয়ার আশঙ্কা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে ১৯৭০, ১৯৯১ এবং ১৯৯৭ সালের ভয়াল সাইক্লোনের কারণে পাঁচ লাখেরও (৫,০০,০০০) বেশি মানুষের প্রাণহানি হয়।

বিপদাপন্নতা (Vulnerability)

বিপদাপন্নতা হলো কোন জনগোষ্ঠীর (Community) বা তার অংশের ব্যক্তি বা পরিবারের কোন এক বা একাধিক সুনির্দ্দিষ্ট আপদে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা এবং ঐ আপদ সংঘটনের ফলে সমাজ ও ব্যক্তির জীবন যাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাব্য মাত্রা।

$$\text{বিপদাপন্নতা} = \frac{\text{ক্ষতির আশংকা}}{\text{সামর্থ্য}}$$

বিপদাপন্নতা নিরূপণের বিষয়সমূহ-

- স্থান
- বয়স, লিঙ্গ, দৈহিক ও মানসিক সক্ষমতা
- শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা
- জীবনযাপন প্রণালি
- নির্মানশৈলি
- নমনীয়তা, গ্রহণ ক্ষমতা, মেনে নেয়ার ক্ষমতা
- বুদ্ধিমত্তা, গভীর ভাবে বোঝার ক্ষমতা
- তথ্য প্রবাহ
- অতীতের আপদ মোকাবিলার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা
- সম্পদের সহায়তা, যেমন-
  - দৈহিক সম্পদ
  - কারিগরি সম্পদ
  - আর্থিক সম্পদ
  - সামাজিক সম্পদ
  - মানব সম্পদ

বিপদাপন্নতা যে কোন একটি জিনিষ বা বিষয় দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিভিন্নমুখী বিষয় এর সাথে জড়িত।

ঝুঁকি (Risk)

আপদ বা আপদসমুহ, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী এবং পরিবেশ-এই তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাবের আশঙ্কাই হলো ঝুঁকি। সমাজ বা জনগোষ্ঠী জন্য ক্ষতিকারক আপদসমূহ ও বিপদাপন্নতার উপাদানসমূহের উপর্যুপরি সংঘটনই ঝুঁকির পরিবেশ সৃষ্টি করে।

ঝুঁকি = আপদ আশংকা × বিপদাপন্নতা

$$\text{বিপদাপন্নতা} = \frac{\text{ক্ষতির আশংকা}}{\text{সামর্থ্য}}$$

দুর্যোগ (Disaster)

দুর্যোগ একটি মারাত্মক অবস্থা যা সম্পদ, অবকাঠামো এবং জরুরি সেবাসমূহের মারাত্মক ক্ষতি করে, প্রাণহানি ঘটায় এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে আহত এবং গৃহহীন করে।

দুর্যোগ হলো প্রকৃতি অথবা মানুষ সৃষ্ট এমন এক চরম পরিস্থিতি যা মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক জীবন, জীবিকা, সম্পদ বা শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং স্বাভাবিক জীবন ধারাকে বিপর্যস্ত করে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যা ঐ ক্ষতিগ্রস্ত সমাজের পক্ষে এককভাবে মোকাবিলা করা কষ্টসাধ্য বা ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এটি ব্যাপকভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত খাত বা বিশেষ খাত যেমন-কৃষি বা পর্যটনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে ।

সাম্প্রতিক কালে সৃষ্ট দুর্যোগসমূহের উদাহরণ ঃ

- আমেরিকার নিউ অরলেনস রাজ্যে হারিকেন ক্যাটরিনার (আপদ) কারণে মৃত্যু, ধ্বংস এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি (দুর্যোগ) ।
- দক্ষিণ এশিয়ার সুনামির (আপদ) কারণে মৃত্যু, ধ্বংসলীলা (দুর্যোগ) ।
- পাকিস্তানে ভূমিকম্পের (আপদ) কারণে মৃত্যু, ধ্বংসলীলা (দুর্যোগ) ।
- মহাখালী ভবন ধ্বসে (আপদ) পড়ার কারণে মৃত্যু, ধ্বংসলীলা (দুর্যোগ) ।
- চট্টগ্রামে কালুরঘাটে কে.টি.এস. কম্পোজিট গার্মেন্টসে আগুনের (আপদ) কারণে মৃত্যু, ধ্বংস (দুর্যোগ) ।

প্রকৃত অবস্থা

আমরা হয়তো একটি **আপদ** বন্ধ করতে সমর্থ নই, কিন্তু আমরা একটি দুর্যোগ অবস্থাকে প্রতিরোধ বা হ্রাস করতে পারি ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হলো কতকগুলো নীতি, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং পরিচালনা পদ্ধতি যা মানুষ সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক আপদের প্রভাবকে হ্রাস করে, প্রভাবে সাড়া দেয় ও ব্যবস্থা নেয় ।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সহজে এভাবে বর্ণনা করা যায় যে, সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে "আপদের সময় জরুরিভিত্তিতে সাড়া দেয়া সহ ঝুঁকি এড়ানো, ঝুঁকি দূর করা, ঝুঁকি কমানো, ঝুঁকি স্থানান্তর ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করার ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া এবং ঝুঁকির পরিবেশ জানার একটি প্রক্রিয়া ।"

সার্বিক বলতে আমরা বুঝি যে, সকল আপদে, সকল সেক্টরে, সকল ঝুঁকিকে লক্ষ্য করে ঝুঁকি হ্রাসের উদ্যোগ নেয়া ।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়-

১. প্রশমন, প্রস্তুতি, সাড়া এবং পুনর্গঠনের উপর সমান গুরুত্ব দেয়া হয়–*আনুষ্ঠানিক এবং প্রথাগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হয় ।*
২. সামগ্রিক ব্যবস্থা থেকে সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি নেয়া যায়– *আনুষ্ঠানিক এবং প্রথাগত ঝুঁকি নির্ধারণ করা হয় ।*
৩. ঝুঁকি হ্রাস প্রক্রিয়াকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় ।

৪. অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন করা যায় ।

ত্রাণ নির্ভর মডেল এবং সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেলের মধ্যে পার্থক্য

যদিও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রথাগত **ত্রাণ নির্ভর মডেল** এখনো একটি প্রভাবশালী প্রক্রিয়া (এপ্রোচ) হিসাবে বিরাজ করছে । তবে ত্রাণ নির্ভর থেকে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেলে রূপান্তরের জন্য প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে ।

ত্রাণ নির্ভর মডেল	সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল
সাড়া দান তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ানির্ভর	পূর্ব পরিকল্পনামূলক বা বাস্তবধর্মী
দুর্যোগকেন্দ্রিক	দুর্যোগ ও উন্নয়নের সঠিক ভারসাম্য কেন্দ্রিক
দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়	দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায় প্রক্রিয়ার বিপরিতে অবস্থান	জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ন
সুশাসন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে	সুশাসন প্রক্রিয়াকে সহযোগিতা করে
জনগণকে অধিকতর নির্ভরশীল করে	নির্ভরশীলতা হতে জনগণকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করে
এ প্রক্রিয়াতে সিদ্ধান্ত ওপর থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হতে সাহায্য করে	এ প্রক্রিয়াতে সিদ্ধান্ত ওপরের দিকে প্রবাহিত হতে সাহায্য করে
এ প্রক্রিয়া অংশগ্রহণমূলক নয়	এ প্রক্রিয়া অংশগ্রহণমূলক
এ প্রক্রিয়া সাড়া ও পুনর্গঠন এর উপর গুরুত্ব দেয় ।	এ প্রক্রিয়া প্রশমন, প্রস্তুতি, সাড়া ও পুনর্গঠনের ওপর সমান গুরুত্ব দেয় ।

কেন একটি সার্বিক এপ্রোচ

বিদ্যমান জনগোষ্ঠীভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপন এবং প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমসমূহে একটি মাত্র আপদের উপর গুরুত্ব দেয়ার প্রবণতা দেখা যায় । যেমন, বন্যা । এর অর্থ হলো বন্যার সময় ছাড়া অন্য সময়ে জনগোষ্ঠী অন্যান্য আপদসমূহের কারণে বিপদাপন্ন থাকতে পারে । সার্বিক ঝুঁকি প্রশমন এপ্রোচ যা প্রত্যেকটি "আপদের উপর গুরুত্ব দেয় এবং শুধু জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা রক্ষা ও টেকসই করে না বরং উন্নয়নের উদ্দেশ্যসমূহ তাৎপর্যপূর্ণভাবে অর্জনের পথ প্রশস্ত করে ।

প্রথাগত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল ত্রাণ এবং পুনর্বাসনকেন্দ্রিক যা প্রবল ঝুঁকির ক্ষেত্রে কম ভূমিকা রাখতে পারে । সুতরাং একটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গ উপায় গ্রহণ করা প্রয়োজন যা ঝুঁকি নির্দিষ্ট ও ঝুঁকি কমানো, জনগোষ্ঠীর পূর্ব প্রস্তুতি, সার্বিক সাড়ার সামর্থ্যের সমন্বয় করে এবং যেখানে সকল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোয় ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয় যা বিপদাপন্নতা কমিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য বাড়াতে চায় ।

মনিটরিং এবং ঝুঁকির পরিবেশ নির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে সাফল্য আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় একটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে যা **"জাতীয় কর্ম কাঠামো"** নামে পরিচিত । এ কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্যোগ প্রশমন কল্পে সরকারি, এনজিও, ব্যক্তিখাতের সকল কার্যক্রম, ও সম্পদসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একত্রিত করা হয়েছে এবং এর বাস্তবায়নে উপযুক্ত সকলক্ষেত্রের অংশীদারিত্বের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের দর্শন, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হবে বলে গভীরভাবে আশা করা যায় ।

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দর্শন

প্রাকৃতিক, পরিবেশগত এবং মানবসৃষ্ট আপদসমূহের প্রভাবে জনসাধারণ, বিশেষ করে দরিদ্রদের বিপদাপন্নতা হ্রাস করে তাকে একটি সহনীয় মানবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা ।

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য

বর্তমানে সনাতন ত্রাণমুখী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা থেকে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উত্তরণ এবং দুর্যোগের প্রকোপ মোকাবিলায় জনগোষ্ঠীর টিকে থাকার ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় হিসেবে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো ।

উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সামর্থ্য জোরালো করে অনাকাঙিত ঝুঁকি হ্রাস করা, সকল স্তরে সাড়া ও উদ্ধার ব্যবস্থাপনা উন্নত করা এবং বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা করা ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে পেশাগত করা;
২. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করা ও অংশীদারিত্বের উন্নয়ন করা ।
৩. জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়া জোরালো করা
৪. ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রম আপদের ভৌগোলিক সীমা পর্যন্ত বাড়ানো; এবং
৫. জরুরি সাড়াদান প্রক্রিয়া সক্রিয় ও জোরালো করা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রমসমূহ সমন্বয় করার জন্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় দায়িত্বপ্রাপ্ত।

এ মন্ত্রণালয় তার অধীনে তিনটি কার্যকর অধস্তন দপ্তরের সহায়তা নিয়ে কাজ করে থাকে। যেমন:

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো;
২. ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর; এবং
৩. খাদ্য অধিদপ্তর।

বাংলাদেশ সরকারের দর্শন, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করতে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার, ইউএনডিপি, ডিএফআইডি এবং ইউরোপীয় কমিশন -এর যৌথ অনুদানে এবং আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একজন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি কি?

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি হলো-

- খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য অর্জনের কর্মকাঠামো এবং কর্মকাঠামো বাস্তবায়নের হাতিয়ার।
- এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা কাঠামো, যার প্রথম ধাপটি ৫ বছর মেয়াদি কর্মসূচি আকারে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- ছয়টি ক্ষেত্রে ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে ১০টি কর্মকাণ্ডের (component) মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- এটি এমন একটি সমন্বিত কর্মসূচি যেখানে সকল আপদ, সকল ঝুঁকি এবং সকল খাত বা সেক্টরকে বিবেচনা করে স্থানীয় পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণের পরিকল্পনা ও সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দিকনির্দেশনা ও প্রায়োগিক কৌশলের সমন্বিত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য জাতীয় নীতির কাঠামোর আওতায় একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:-

জাতীয় নীতির কাঠামো

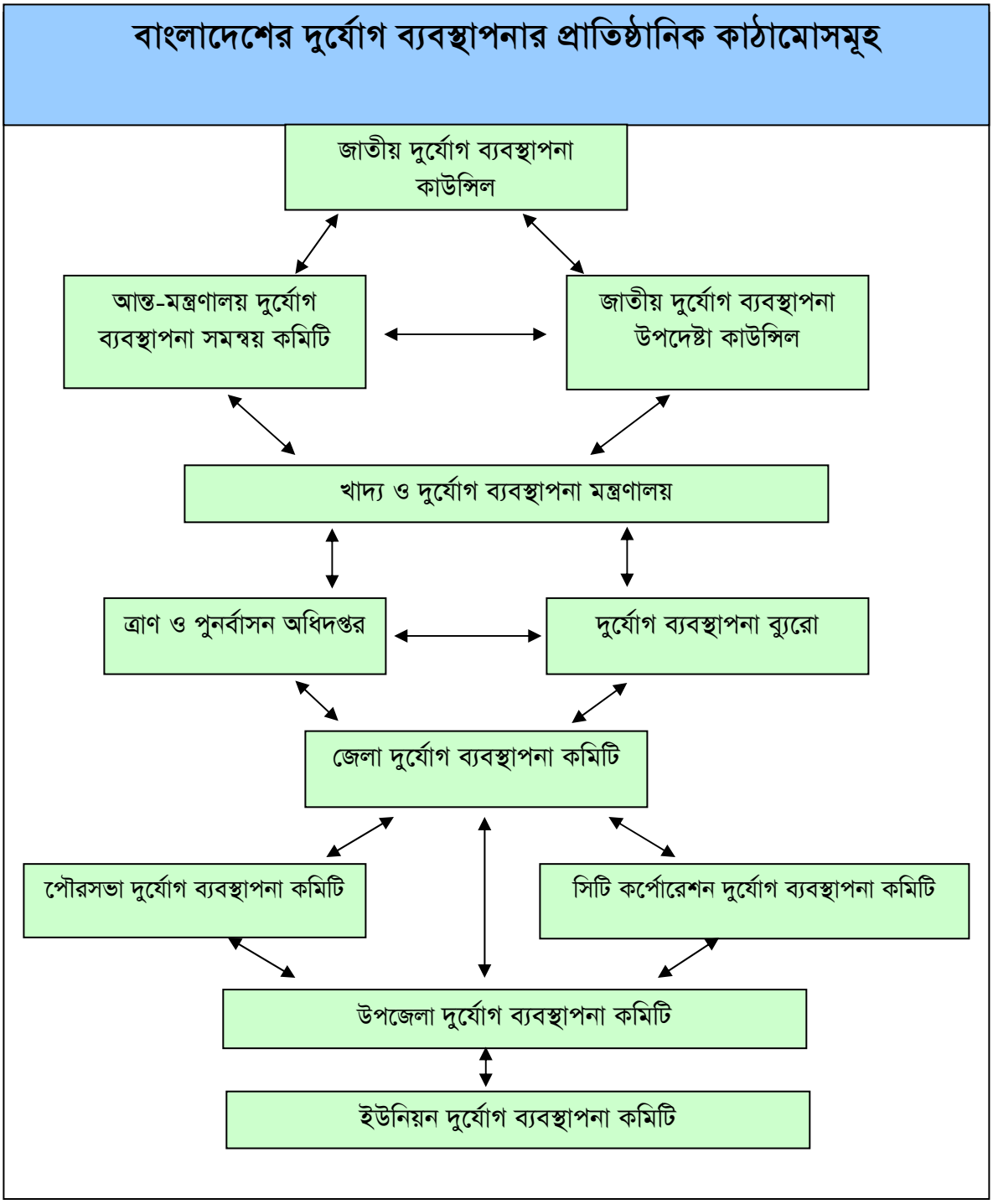

কর্ম কাঠামো (Framwork for Action)

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেলের ধারণা "হিউগো (Hyogo) কর্ম কাঠামো ২০০৫-২০১৫" এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ২০০৫ সালে কোবেতে অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর বিশ্ব সম্মেলন থেকে এ ধারণা এসেছে যা "হিউগো কর্ম কাঠামোর" অঙ্গীকারসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে।

এরই আলোকে বাংলাদেশ সরকারের দীর্ঘমেয়াদি কৌশল হিসেবে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় একটি কর্ম কাঠামো **তৈরি করেছে** যার দুটি অংশ। যেমন:

১. **কর্মকাঠামো-১ম পর্যায়**
২. **কর্মকাঠামো ২য় পর্যায়**।

এই কর্মকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো মূল স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তাদের মানসম্পন্ন জ্ঞান, দক্ষতা ও বোধ সৃষ্টি করা যায় যাকিনা বাংলাদেশের জন্য এর দর্শন, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যসমূহের সফল অর্জনের পথে খুবই জরুরি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবর্তনের চালক হিসাবে এ কর্মসূচি সফলতা অর্জনের পথে অবদান রাখবে।

কর্ম কাঠামো - ১ম পর্যায়ের মূল উদ্দেশ্য

এই পর্যায়ের উদ্দেশ্য হলো, জাতীয় ঝুঁকি হ্রাস কাঠামো প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে নীতি এবং পরিকল্পনার কাঠামো শক্তিশালী করা এবং পেশাগত সামর্থ্য গঠনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অবস্থান সুদৃঢ় করা। এর ফলে এই মন্ত্রণালয় ভবিষ্যতে ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম সম্প্রসারণে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।

২০০৫ সালের মার্চ মাসে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এর **যৌথ পরিকল্পনা** : কর্ম কাঠামো ২০০৫-২০০৯ ঘোষণা করে যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতকে পুনর্গঠন করার জন্য কিছু অগ্রাধিকার ও ব্যাপক কৌশল নির্ধারণ করে। মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর এবং খাদ্য অধিদপ্তরের জন্যও কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

যৌথ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ঃ

- মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ফোকাস স্পষ্ট করা।
- প্রধান বিষয়গুলো সম্পাদনে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া। প্রধান বিষয়গুলো হলো- ঝুঁকি কমানো, সামর্থ্য সৃষ্টি, জলবায়ুর পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা, জেন্ডার বৈষম্য নিরসন এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন।
- সরকারের দর্শন, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কৌশল এবং মূল ফলাফলের ক্ষেত্রসমূহের মাঝে সম্পর্ক দেখানো এবং পরিবর্তনের জন্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয় চালিকাশক্তির সাথে অগ্রাধিকারভিত্তিতে কৌশলসমূহ সাজানো।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর ও পলিসি, প্রোগ্রাম এবং পার্টনারশীপ ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (PPPDU) এর জন্য অভ্যন্তরীণ কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরির জন্য একটি বিস্তারিত রোড ম্যাপ নির্দিষ্ট করা।

- খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে এর কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা দেয়া যার জন্য এ মন্ত্রণালয় জবাবদিহি করবে।
- পরিকল্পনা প্রণয়নে, সম্পদ ও বাজেট বরাদ্দে, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের নির্বাহিদের সহযোগিতা প্রদান করা।
- এনজিও, অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং সুশীল সমাজকে কীভাবে তাদের কাজ সরকারের দর্শন অর্জনে সহায়তা করে এবং কিভাবে তারা খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহযোগিতা করতে পাওে সেসম্পর্কে পরামর্শ সেবা প্রদান।
- চ্যালেঞ্জ, সুযোগ এবং ঝুঁকি যা নীতি এবং এর বাস্তবায়নে প্রভাব ফেলবে সে সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করা।
- একটি কাঠামো সরবরাহ করা যার মধ্যে লক্ষ্য ও কৌশলসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রগ্রতি ও সাফল্যের প্রতিবেদন থাকবে।

কর্মকাঠামো - ২য় পর্যায়ের মূল উদ্দেশ্য

কর্মকাঠামো ২য় পর্যায়ের উদ্দেশ্য হলো ১ম পর্যায়ের কর্মকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো সম্প্রসারণ ও প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যে ২০০৬ সালে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের কর্মকাঠামো; সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিখাতগুলোর কার্যক্রম অগ্রাধিকার দিয়ে সম্পদসমূহকে একটি শক্তিশালী ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমে সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করা।

২য় পর্যায়ের কর্মকাঠামোর মূল বিষয়সমূহ ঃ

- জাতীয় দারিদ্র্য দুরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলসমূহের সাথে সম্পর্ক প্রদর্শন
- তাৎক্ষণিক, মধ্যবর্তী ও দীর্ঘমেয়াদি অগ্রাধিকারগুলোর পরিস্কার বর্ণনা
- ঝুঁকি হ্রাসের গুরুত্ব সম্পর্কে দাতাদের স্বচ্ছ দিকনির্দেশনা প্রদান
- ঝুঁকি হ্রাসের পুর্ণাঙ্গ খাতভিত্তিক বা সেক্টরাল প্রক্রিয়া
- ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচির পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব
- বিভিন্ন স্তরে সেবা প্রদানে পুর্ণাঙ্গ খাতভিত্তিক বা সেক্টরাল প্রক্রিয়া

দেশে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ে একটি পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়েছে। পরিচালনা কমিটির প্রধান হলেন মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়। এখানে মধ্যমেয়াদি কৌশলসমূহের অংশ হিসাবে কৌশলগত অংশীদার চিহ্নিত করা হয়েছে। জরুরি কৌশল বাস্তবায়নের অংশীদারসমূহও চিহ্নিত করা হয়েছে। বাস্তবায়ন অংশীদারসমূহ জনগোষ্ঠী পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। কৌশল ও বাস্তবায়ন অংশীদারসমূহের কার্যক্রম মনিটর ও সমন্বয় করতে একটি সমন্বয় কমিটিও গঠিত হয়েছে।

কর্মকাঠামো -জাতীয় বাস্তবায়ন কৌশল-১

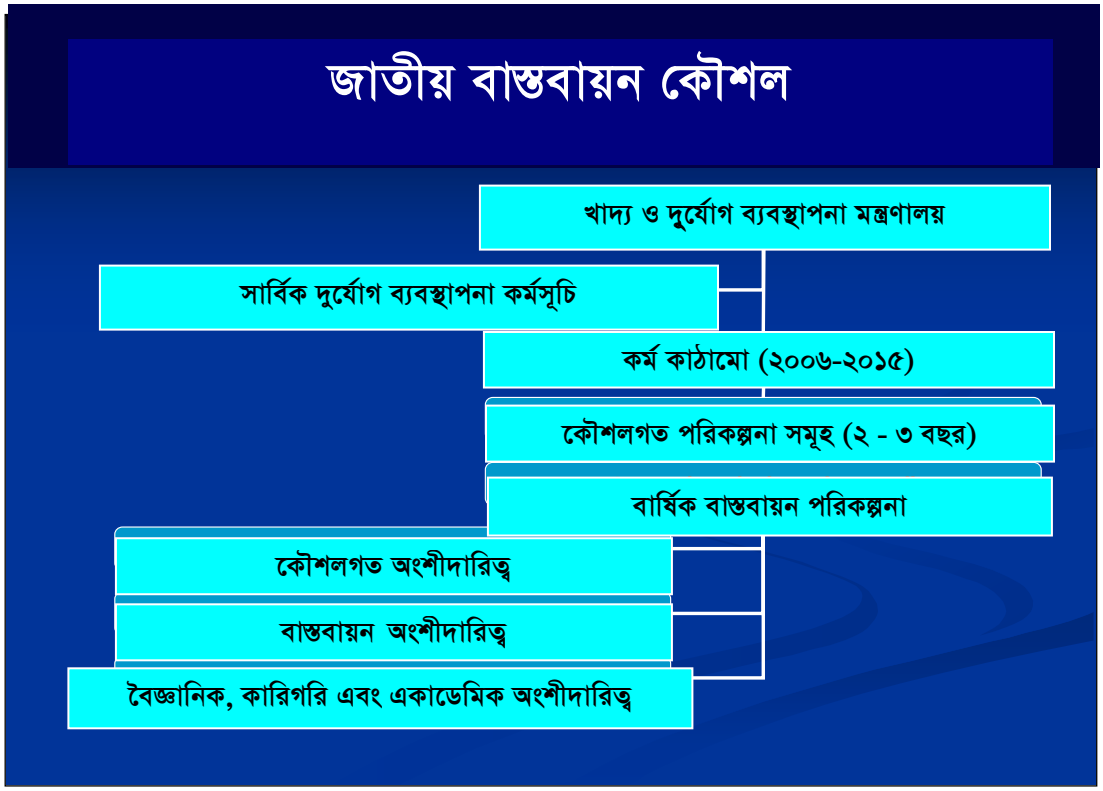

কর্মকাঠামো-জাতীয় বাস্তবায়ন কৌশল-২

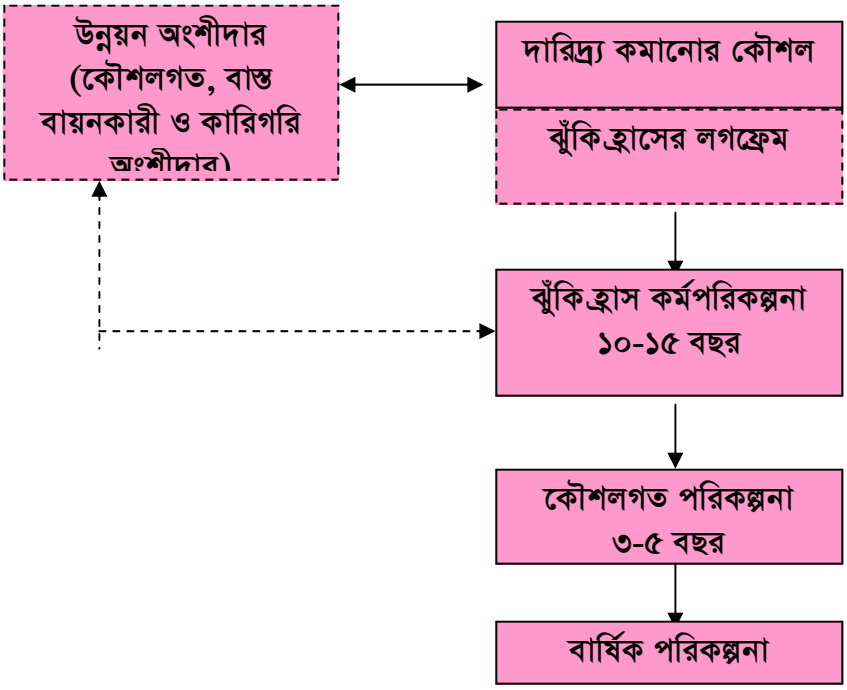

অংশীদার ও তাদের দায়িত্ব

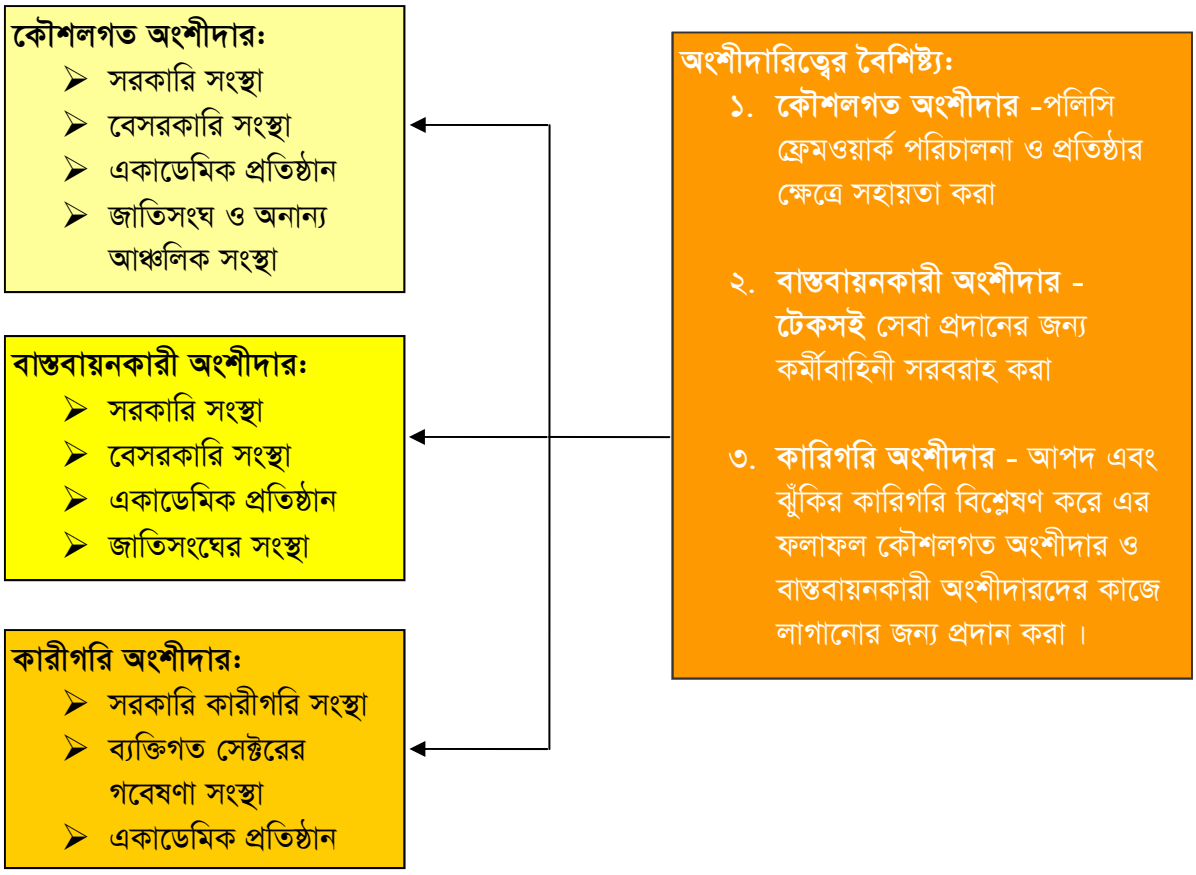

২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির চালিকাশক্তিসমূহ (Drivers)

চালিকাশক্তি বলতে কি বোঝায়

যা কোন কাজ করার জন্য বা কোন উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য শক্তি যোগায় ও পথনির্দেশ করে তা-ই চালিকাশক্তি ।

আন্তর্জাতিক চালিকাশক্তিসমূহঃ

১. জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ- Millennium Development Goals
২. দুর্যোগ হ্রাসে বিশ্ব সম্মেলন- World Conference on Disaster Reduction
৩. দুর্যোগ হ্রাসে আন্তর্জাতিক কৌশল- International Strategy for Disaster Reduction
৪. টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব শীর্ষ বৈঠক- World Summit on Sustainable Development
৫. জলবায়ু পরিবর্তনের উপর জাতিসংঘের কর্মকাঠামো সনদ - United Nations Frame work Convention on Climate Change
৬. এজেন্ডা ২১ – Agenda 21

১. *জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য*

সেপ্টেম্বর ২০০০ এর সহস্রাব্দ ঘোষণা "বিপদাপন্নকে রক্ষা করা"র মূল উদ্দেশ্যসমূহ চিহ্নিত করেছে ।

সহস্রাব্দ ঘোষণা আটটি লক্ষ্য চিহ্নিত করেছে:

- প্রচণ্ড দরিদ্রতা ও ক্ষুধাকে সমূলে উৎপাটন করা;
- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করা;
- জেন্ডার সমতাকে উৎসাহিত করা ও নারীর ক্ষমতায়ন এগিয়ে নেয়া;
- শিশু মৃত্যু হ্রাস করা;
- মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি করা;
- এইচআইভি-এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগসমূহ প্রতিরোধ করা;
- টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা; এবং
- উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্বের উন্নয়ন করা ।

২. *দুর্যোগ হ্রাসে বিশ্ব সম্মেলন*

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দুর্যোগ প্রশমনের উপর একটি বিশ্ব সম্মেলনের আয়োজন করে যা জাপানের হিউগোর কোবে নগরীতে ১৮ই জানুয়ারী ২০০৫ থেকে ২২শে জানুয়ারী ২০০৫ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় । এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল- ১৯৯৪ সালের ইউকোহামা সম্মেলন হতে ২০০৫ পর্যন্ত দুর্যোগের ঝুঁকি

হ্রাস দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের তথ্য সংরক্ষণ করা এবং পরবর্তী দশ বছরের পরিকল্পনা করার জন্য ।

দুর্যোগ হ্রাসে বিশ্ব সম্মেলনের ফলাফল

দুর্যোগ হ্রাসে বিশ্ব সম্মেলনের ফলাফল হলো হিউগো কর্মকাঠামো ২০০৫-২০১৫ । এ বিশ্ব সম্মেলনে ১৪০ টিরও বেশি দেশ হিউগো কর্মকাঠামোকে স্বীকৃতি দেয় ।

এ কর্মকাঠামোতে সকল দেশকে নিম্নলিখিত অঙ্গীকার করতে আহবান জানানো হয়েছে:

- টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি বিভিন্নমুখী আপদ মোকাবিলা কৌশল (multi hazard approach) গ্রহণ এবং দুর্যোগের ভয়াবহতা, প্রাদুর্ভাব ও প্রকোপ প্রশমন করতে হবে
- জাতীয় রাজনীতির নীতি ও অগ্রাধিকারের কেন্দ্রে দুর্যোগের ঝুঁকিকে স্থান দিতে হবে
- দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস জাতীয উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সমন্বয় করতে হবে
- ঝুঁকি মোকাবিলায় দুর্যোগপ্রবন দেশগুলোর জাতীয় সামর্থ্য জোরালো করতে হবে
- দুর্যোগ প্রস্তুতিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হবে
- ত্রাণ-উন্নয়নে ব্যবধান কমানোর মাধ্যমে বিপদাপন্নতা কমাতে হবে
- আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে দ্রুত দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য সুশীল সমাজকে ভূমিকা রাখতে হবে ।
- রাজনেতিক প্রতিশ্রুতিতে কথা ও কাজের যে ব্যবধান তা কমিয়ে আনতে হবে এবং
- কর্মকাঠামোর বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে এই বিশ্ব সম্মেলনকে গতিশীল করে তুলতে হবে ।

৩. *দুর্যোগ হ্রাসে আন্তর্জাতিক কৌশল*

দুর্যোগ হ্রাসে আন্তর্জাতিক কৌশলের লক্ষ্য হলো প্রাকৃতিক আপদ এবং প্রযুক্তিগত ও পরিবেশগত দুর্যোগের কারণে জনগোষ্ঠী, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত ক্ষতি কমানোর পরিকল্পনার সাথে টেকসই উন্নয়নের প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে দুর্যোগ হ্রাসের গুরুত্ব বাড়িয়ে খুব তাড়াতাড়ি দুর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে এমন জনগোষ্ঠী তৈরি করা ।

"প্রাকৃতিক আপদ আমাদের যে কোন একজনের জন্য হুমকি হতে পারে"-**দুর্যোগ হ্রাসে আন্তর্জাতিক কৌশল** এর স্বীকৃতি দেয়, অংশীদারীত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রাকৃতিক আপদে মৃত্যু, আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া এবং পরিবেশগত ক্ষতি হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং জনগোষ্ঠীকে জড়িত করার ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া গ্রহণ করে । এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে **দুর্যোগ হ্রাসে আন্তর্জাতিক কৌশল** সকলের জন্য দুর্যোগ হ্রাস করতে চারটি উদ্দেশ্যের কথা বলে । যেমন:

- ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা এবং দুর্যোগ হ্রাস বুঝতে বিশ্বব্যাপী জনগণের সচেতনতা বাড়ানো ।
- দুর্যোগ হ্রাস নীতি এবং পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করতে জনগোষ্ঠীর অঙ্গীকার গ্রহণ করা ।
- ঝুঁকি হ্রাস নেটওয়ার্ক বাড়ানোসহ আন্ত-পেশা এবং আন্ত-খাত অংশীদারিত্ব উৎসাহিত করা ।
- দুর্যোগ হ্রাস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতি করা ।

৪. *টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব শীর্ষ বৈঠক*

২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৫৫তম অধিবেশনে "টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব সম্মেলন" দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রস্তাবিত সম্মেলনের ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- দারিদ্র্যকে সমূলে উৎপাটন করা;
- অনুপোযোগী মডেলের ব্যবহার এরং উৎপাদন পরিবর্তন করা;
- প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন রক্ষা এবং ব্যবস্থাপনা করা;
- বিশ্বায়নের পৃথিবীতে টেকসই উন্নয়ন করা;
- স্বাস্থ্য ও টেকসই উন্নয়ন করা;
- উন্নয়নশীল ছোট দ্বীপরাষ্ট্র সমূহে টেকসই উন্নয়ন করা;
- আফ্রিকার জন্য টেকসই উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া;
- অর্থ, বাণিজ্য, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও শিক্ষার আদান প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্য ও সামর্থ্য সৃষ্টি ইত্যাদি বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নেয়া; এবং
- জাতীয়, আর্ন্তজাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন পরিচালনা করা।

৫. *জলবায়ু পরিবর্তনের উপর জাতিসংঘের কর্মকাঠামো সনদ*

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপদাপন্নতার ওপর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এর অংশীদারদের সম্মেলন করার জন্য উৎসাহিত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর জাতিসংঘের কর্মকাঠামো সনদে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় অংশীদারদের জাতিসংঘ কিয়োটো প্রটোকল ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে বলবৎ করে তা মেনে চলতে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে বিশেষ করে বিপদাপন্ন দেশসমূহকে উৎসাহ দিয়েছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের আর্থ-সামাজিক এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্রাস প্রক্রিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের খারাপ প্রভাব ওঠার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনে আন্তঃসরকার প্যানেল বা আইপিসি গড়ে তোলার জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ উৎসাহ দিয়েছে।

৬. *এজেন্ডা ২১*

১৯৭২ সালের জুন মাসে সুইডেনের স্টকহোমে পরিবেশের উপর জাতিসংঘের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের উপর এ সম্মেলন গুরুত্ব দিয়েছে। এ সম্মেলন স্বীকৃতি দিয়েছিল যে, "মানুষের একটি মানসম্পন্ন পরিবেশে থাকার মৌলিক অধিকার আছে যেখানে স্বাধীনতা, সমতা ও জীবনের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা থাকবে এবং যা জীবনের মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।"

এজেন্ডা ২১ এর কাজের চারটি বৃহত্তর ক্ষেত্র

উন্নয়ন ক্ষেত্রে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিস্তৃতি	দরিদ্রতা, উৎপাদন ও ভোক্তা, স্বাস্থ্য, মানবিক পত্তন বা ভূবাসন এবং সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
প্রকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা	বায়ুমন্ডল, সমুদ্র, সাগর, ভূমি, বন, পাহাড়, জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশ, জৈব-প্রযুক্তি, মিঠা পানির সম্পদ, দূষিত রাসয়নিক বর্জ্য, ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয়তা এবং কঠিন বর্জ্য
প্রধানগোষ্ঠীর ভূমিকা জোরালো করা	যুবক, মহিলা, আদিবাসী জনগণ, এনজিও, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক সংগঠন, ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সম্প্রদায় এবং কৃষক সম্প্রদায়
বাস্তবায়নের পথ	অর্থ, প্রযুক্তি স্থানান্তর, তথ্য, গণসচেতনতা, সামর্থ্যের উন্নয়ন, শিক্ষা, আইনভিত্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ।
উন্নয়ন ক্ষেত্রে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিস্তৃতি	দরিদ্রতা, উৎপাদন ও ভোক্তা, স্বাস্থ্য, মানবিক পত্তন বা ভূবাসন এবং সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ

জাতীয় চালিকাশক্তিসমূহ

১. দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র
২. দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি
৩. "বাংলাদেশে বন্যার ঝুঁকি এবং ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উপায়" সংক্রান্ত জাতীয় কর্মশালার সিদ্ধান্তসমূহ
৪. জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
৫. জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা

১. *দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র*

এই কৌশল পত্রে-

- ☐ সকল ক্ষেত্রের নীতিমালায় দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন যুক্ত করা হয়েছে ।
- ☐ "দরিদ্রতা কমানো এবং প্রবৃদ্ধির দিকে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা" -র উপর পৃথক নীতিমালা আছে ।

এই কৌশলপত্রের প্রধান কৌশলগত লক্ষ্য হলো:

- ■ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রমকে জাতীয় নীতিমালা, প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়াসমূহের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা ।
- ■ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি হ্রাসের সামর্থ্য জোরালো করা ।
- ■ দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ।
- ■ দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য জনগোষ্ঠী পর্যায়ে সামর্থ্য বৃদ্ধি করা ।
- ■ পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ।

২. *দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি*

১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের পর সাড়া কার্যক্রমকে সরকার মূল্যায়ন করেছে। সেখানে চিহ্নিত হয় যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চর্চার পরিবর্তনের ঐ সময়ই ছিল সঠিক। সুতরাং ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, এখন খাদ্যকে এর সাথে যুক্ত করে এ মন্ত্রণালয়ের নাম হয়েছে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়। এ পরিবর্তন সক্রিয় ও কার্যকর করার জন্য ঐ সময়ে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি জারি করা হয়।

স্থায়ী আদেশ তৈরি করা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ যেন তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ বুঝতে পারেন। স্থায়ী আদেশ দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থা স্থায়ী আদেশে উল্লিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুসারে তাদের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC) এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (IMDMCC) জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহের সমন্বয় নিশ্চিত করবে। সংশ্লিষ্ট জেলা, উপজেলা ও থানা এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ জেলা, উপজেলা ও থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে সমন্বয় করবে। প্রক্রিয়া সহজ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো তাদের সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মডেল পরিবর্তন করতে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলির পর্যালোচনা এখন প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমান স্থায়ী আদেশ হলো সাড়া দেয়ার দিকে, যেখানে নতুন স্থায়ী আদেশ হবে অধিকতর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিবেচনা করে। নামটিও পরিবর্তিত হয়ে "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য স্থায়ী আদেশ" হতে পারে।

৩. *"বাংলাদেশে বন্যার ঝুঁকি এবং ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উপায়"- এর উপর জাতীয় কর্মশালার সুপারিশমালা*

"বাংলাদেশে বন্যার ঝুঁকি এবং ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উপায়" এর উপর জাতীয় কর্মশালা ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এ কর্মশালার আয়োজন করে। এ কর্মশালার লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন প্লাবনভূমির প্রভাব এবং বন্যার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানা এবং বন্যা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগসমূহ ও অভিজ্ঞতা মূল্যায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে বন্যা ব্যবস্থাপনার নীতি ও কর্ম পরিকল্পনার সিদ্ধান্তসমূহ তৈরি করা। এ কর্মশালা সমস্যার আর্থ-সামাজিক বিস্তৃতিও মূল্যায়ন করেছে। নীতিনির্ধারক, পানি বিশেষজ্ঞ, পরিবেশবিদ, অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন সহযোগী, বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তা, সংবাদ মাধ্যম, এনজিও প্রতিনিধি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যবৃন্দ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার সুপারিশসমূহ:

১) ২০০৪ সালের বন্যা হতে অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে বন্যা ব্যবস্থাপনার স্থায়ী নির্দেশনাসমূহ পর্যালোচনা ও সংশোধন করা;
২) জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সঠিকভাবে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগে পরিকল্পনা এবং সাড়া দেয়া কার্যক্রম সময়মত অবশ্যই চালিয়ে যাওয়া; এবং
৩) বন্যা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে কার্যকরভাবে সাড়া দিতে বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় হওয়ার আশঙ্কা আছে এমন সময়ের পূর্বে বিদ্যমান জনসম্পদ সহ প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী ও তার সরবরাহ তালিকা প্রস্তুত করা।

এই কর্মশালা শেষ হয় বন্যার ঝুঁকি কমানোর পন্থা হিসাবে ৩৩৭ টি সুপারিশমালা গ্রহণের মাধ্যমে। এই ৩৩৭ টি সুপারিশমালার মধ্যে ৫৮ টিই খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হওয়া উচিত।

৪. জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

ভূ-গর্ভস্থ পানি, ভূ-উপরিস্থ পানি, নদী এবং মোহনাসমূহসহ পানির সকল উৎসসমূহ বিবেচনায় নিয়ে সমগ্র দেশের জন্য একটি সার্বিক পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে যা ২০০৪ সালে চুড়ান্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এই নিয়মিত ও সার্বিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছে। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতীয় পানি নীতি তৈরি ও ঘোষণা করা হয়েছে। একটি পানি কৌশলও তৈরি করা হয়েছে (খসড়া উন্নয়ন কৌশল)। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দেশকে আট ভাগে ভাগ করেছে এবং সর্বমোট ৮৪ টি প্রকল্প এই পরিকল্পনায় রাখা হযেছে।

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা নিম্নলিখিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহকে চিহ্নিত করেছে:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

১. ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ও উপকরণ
২. বাঁধের উচ্চতায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র
৩. চরাঞ্চল ও হাওর এলাকা বন্যা মোকাবিলার যথাযথ ব্যবস্থা
৪. বন্যা মোকাবিলায় সক্ষম জাতীয়, আঞ্চলিক ও ফিডার সড়ক
৫. রেললাইনকে বন্যা মোকাবিলার সক্ষম করে গড়ে তোলা
৬. সম্পূরক শস্য চাষ এবং খরা মোকাবিলার সেচ ব্যবস্থা

৫. জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে জাতীয় অভিযোজন কর্ম পরিকল্পনা (চুড়ান্ত খসড়া) এক গুচ্ছ বাস্তব প্রকল্প প্রস্তাব চিহ্নিত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন সেলকে অনুমতি দেয়া হয়েছে **জাতীয় অভিযোজন কর্ম পরিকল্পনা**র প্রক্রিয়া চালিয়ে নিতে এবং **জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা** বাস্তবায়নে সহায়তা করতে। জলবায়ু পরিবর্তন সেল **জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা**র কিছু প্রস্তাবিত পরীক্ষামূলক প্রকল্প চালাতে পরামর্শ দেয় এবং পরবর্তীতে এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সম্ভাব্য দাতা সংস্থাকে প্রতিবার্তা (feedback) প্রদান করে।

এ ছাড়াও নিম্নলিখিত বিস্তৃত ক্ষেত্রসমূহ প্রস্তাব করা হয়েছে:

- উপকূলীয় কৃষি শস্য এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ কৃষি শস্য অভিযোজন
- উপকূলীয় মাছের চাষ এবং দীর্ঘায়িত বন্যা এলাকার মাছের চাষ
- পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থাসমূহের সামর্থ্য সৃষ্টি
- উপকূলীয় বনায়ন

- উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ পানীয় জল
- আপদে আক্রান্ত এলাকার জন্য বীমা
- খরা, বন্যা ও লবণাক্ততার মাসেও ফলনশীল শস্যের ওপর গবেষণা ।

জাতীয় অভিযোজন কর্ম পরিকল্পনা আরো প্রস্তাব করেছে জেন্ডার বিষয়টি সকল বিষয়ের সাথে যুক্ত করতে এবং সচেতনতা ও পলিসি এডভোকেসিতে গুরুত্ব দিতে । এই সকল আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ঘোষণাসমূহে স্বাক্ষরদানকারী দেশ হিসাবে ফলাফল কার্যকর করতে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । ফলাফলগুলো সরাসরি দেশের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কযুক্ত ।

উপর্যুক্ত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় চালিকাশক্তিসমূহ-বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার বিষয়গুলো কি; বাংলাদেশ সরকারের দর্শন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করার মাধ্যমে আমরা কি অর্জন করতে চাই -তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দেয় ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সরকারের নীতিমালা ও উন্নয়নের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করা । এ জন্য সরকারকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার "অন্তর্নিহিত সুবিধাসমূহ" অনুধাবন ও তা কাঝে লাগাতে সামর্থবান হতে হবে । এই সামর্থ্য অর্জনের একটি পথ হলো নিজেদের আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় মুল "চালিকাশক্তি অথবা অঙ্গীকারসমূহ" এর সাথে সমন্বয় করে কাজ এগিয়ে নেয়া ।

নীচে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় চালিকাশক্তিসমূহ বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিকে কিভাবে প্রভাবিত করছে একটি চিত্রের মাধ্যমে তা দেখানো হলো:

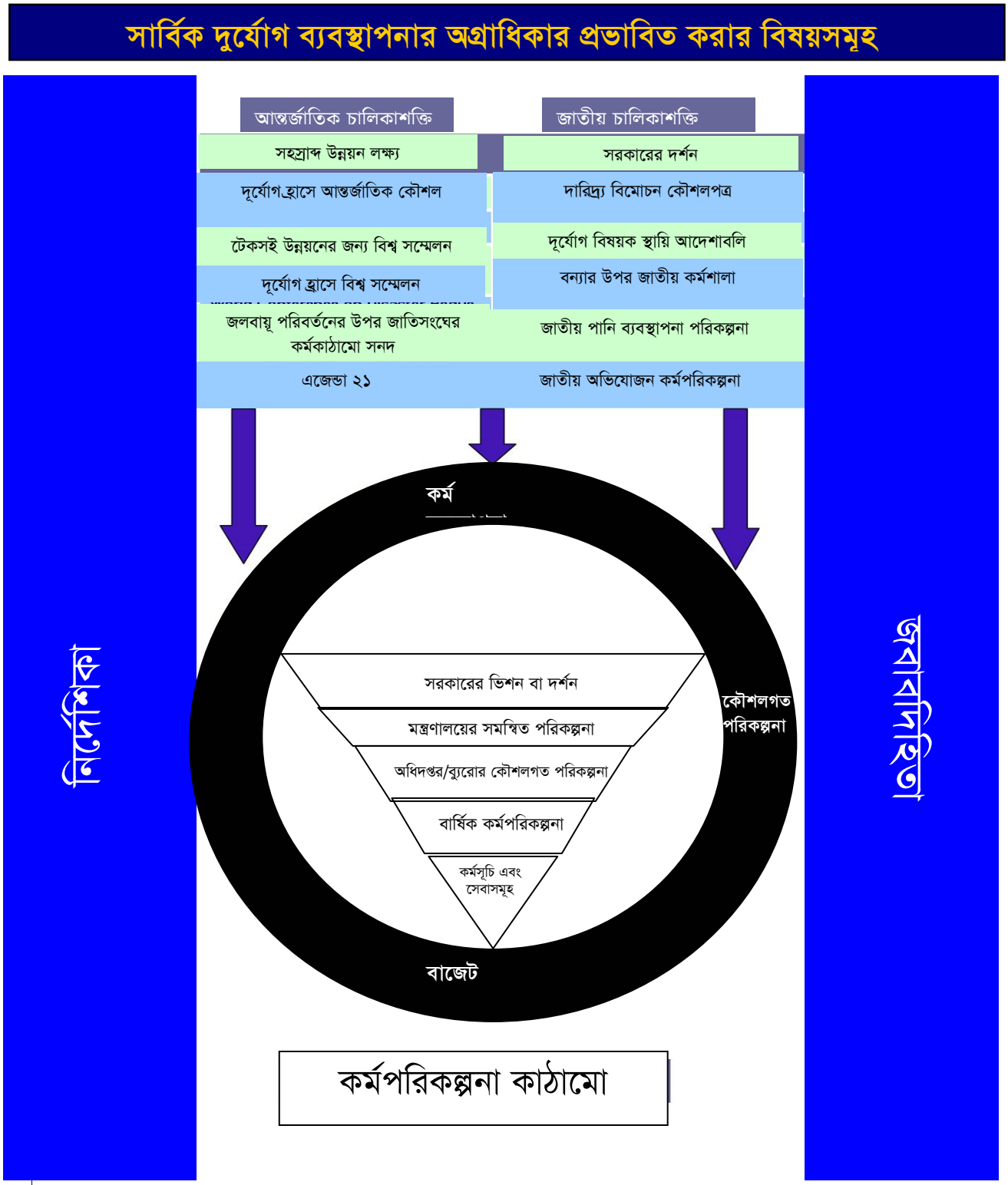

৩. উন্নয়ন ও সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

উন্নয়ন কি?

উন্নয়ন হলো কাঙ্ক্ষিত সূচকসমূহের অর্থাৎ চিকিৎসা ব্যবস্থা, রাস্তা-ঘাট, বাসস্থান, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদির ইতিবাচক পরিবর্তিত অবস্থা ।

দুর্যোগ প্রশমন - উন্নয়ন ধারণা

যেসব কারণে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ধারণা তৈরি করেছে-

- দরিদ্রতা, দুর্বল উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং দুর্যোগ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং এসবই জনগণের বিপদাপন্নতা বাড়িয়ে দেয় ।
- যেখানে দুর্যোগ উন্নয়ন ও এর স্থায়ীত্বের ক্ষেত্রে ঝুঁকির কারণ হতে পারে সেখানে কার্যকর দুর্যোগ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম টেকসই উন্নয়নে ইতিবাচক ভুমিকা রাখে ।
- উন্নয়ন জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি এড়াতে বা কমাতে পারে । টেকসই উন্নয়ন জনগণের নিরাপত্তা জোরালো করে যাতে দুর্যোগ হ্রাস উদ্যোগ তাদের কার্যকরভাবে সহায়তা করে, আপদের সাথে যুক্ত ঝুঁকিসমূহ দুর করতে সহায়তা করে এবং তাদের জীবন ও জীবিকার ভৌত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভিত্তিসমূহে সহায়তা করে ।
- সকল আপদে জনগণের ঝুঁকি হ্রাস নির্ভর করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার গুরুত্বের ওপর যা দরিদ্রতা হ্রাস ত্বরান্বিত করে এবং মানুষ ও প্রতিবেশের বিপদাপন্নতা প্রতিরোধ করে ।

দুর্যোগ উন্নয়নকে ঝুঁকিতে রাখতে পারে এবং এর স্থায়ীত্বে আঘাত হানতে পারে । কিন্তু কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে ।

উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার গুরুত্ব

পরিকল্পনা হলো উন্নয়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের কৌশল । যখন আমরা আমাদের জীবনের মানের পরিবর্তন উন্নয়ন চাই, তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিতে সবকিছু বিবেচনায় রেখে কৌশলগত পরিকল্পনা করে থাকি । যেমন: কি করতে হবে? কার জন্য করতে হবে? কোথায় করতে হবে? কখন করতে হবে? কীভাবে করতে হবে এবং কোন পর্যন্ত করতে হবে ইত্যাদি? পরিকল্পনা হলো একটি প্রক্রিয়া যা যে কোন খাতে বা সেক্টরে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ । আমাদের অধিকাংশ পরিকল্পনা কার্যক্রম অংশগ্রহণমূলক, পূর্ণাঙ্গ ও চাহিদাভিত্তিক নয়, কিন্তু উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

সম্পদ, উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পদের বন্টন ও তার ভিত্তিতে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল কি হবে তার রূপরেখার পরিকল্পনা পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা উন্নয়নের মূলকথা ।

নিচে পরিকল্পনার কিছু সুনির্দ্দিষ্ট গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো:

- পরিকল্পনা হলো উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত তৈরির কৌশল ।
- পরিকল্পনা হলো একটি প্রক্রিয়া যা প্রস্তাবিত পরিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ।
- অপরিকল্পিত উন্নয়নের চেয়ে পরিকল্পনা আমাদের অধিকতর অগ্রগতি দেয় ।
- সঠিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণমূলক, পূর্ণাঙ্গ ও প্রয়োজনভিত্তিক করে ।
- পরিকল্পনা বরাদ্দকৃত সম্পদ, লক্ষ্যে পৌঁছানো, ভবিষ্যত ফলাফল নির্ণয়ে সহায়তা করে ।
- সর্বোৎকৃষ্ট পরিকল্পনা সবসময় সম্পদ, উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো এবং এগুলোর ওপর ভিত্তি করে দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল বিবেচনা করে ।

সম্পদ, লক্ষ্য, ফলাফল (উন্নয়ন)

যদি সম্পদ থাকে নির্দিষ্ট । তাহলে কত মানুষ বা কতটা বড় এলাকার ওপর উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে ফলাফলে কিভাবে তারতম্য ঘটবে নিচের চিত্র ২টিতে তা তুলে ধরা হয়েছে ঃ-

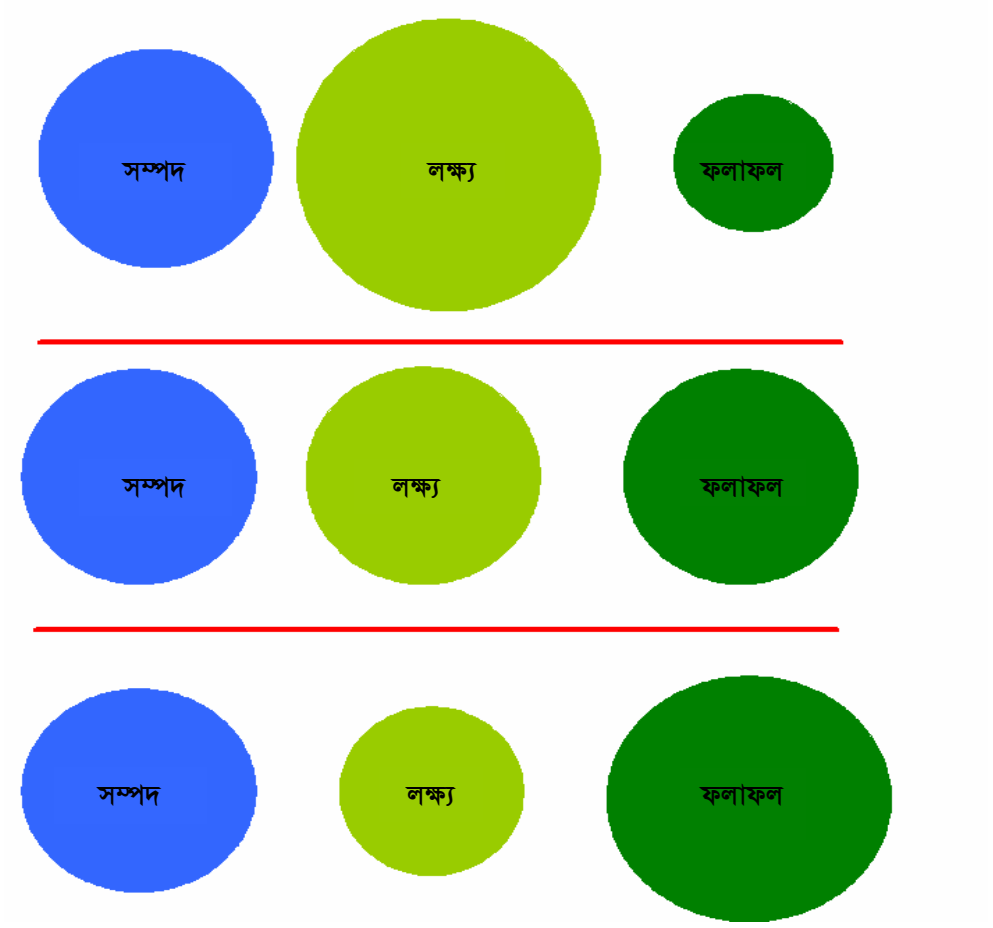

যদি আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে পৌছার সমতা চাই, আমাদের সমান সম্পদ প্রয়োজন হবে

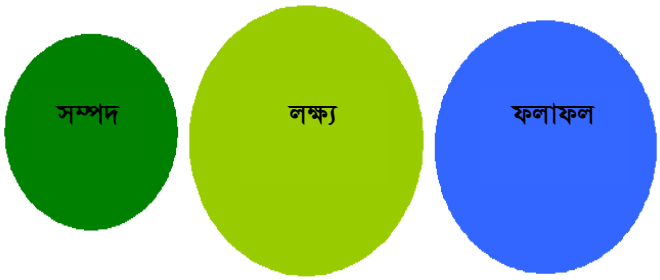

যদি আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নির্দিষ্ট রেখে অধিক পৌছাতে চাই, আমাদের সম্পদ অধিক প্রয়োজন হবে

যদি আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নির্দিষ্ট রেখে কম পৌছাতে চাই, আমাদের ফলাফল তুলনামূলকভাবে ভালো হবে ।

ঝুঁকি নিরূপন উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ

আমরা জেনেছি যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ঝুঁকি নিরূপন । ঝুঁকি নিরূপণ আমাদের সহায়তা করে ঝুঁকির পরিবেশ সুনির্দিষ্ট করতে এবং সকল আপদের ক্ষেত্রে যদি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এ ঝুঁকির পরিবেশ বিবেচনা করা হয় তবে উন্নয়ন প্রকল্পের ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী এবং টেকসই হবে ।

ঝুঁকি নিরূপণের ফলে বেসরকারি ক্ষেত্র এবং উন্নয়ন সংস্থাসমূহ দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় কি করতে হবে তা চিহ্নিত করতে পারে । নিচের প্রশ্নগুলো প্রকল্প বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দেয়-

- বিপদাপন্নতা কমানোর জন্য প্রকল্পের স্থান পর্যাপ্ত কি না?

- প্রকল্পের কারিগরি ও ভৌত উপাদানসমূহ পরিকল্পনায় প্রকৃতিক আপদসমূহ কতদূর পর্যন্ত বিবেচনা করতে হবে?
- ঝুঁকি হ্রাসের জন্য প্রকল্পে তথ্য এবং যোগাযোগ, সতর্কতা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কর্মকাণ্ড আছে কি না?
- প্রকল্প সহযোগীদের দুর্যোগ কমানোর দায়িত্বে প্রশমন প্রক্রিয়া এবং জরুরি সাড়াসমূহ সুনির্দিষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য কিনা?
- দুর্যোগের ঝুঁকির পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে কিনা, যা প্রকল্প পরিকল্পনায় তথ্য দিতে পারে?
- দুর্যোগের ঝুঁকিতে প্রকল্পের ধারণার অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা কত দুর?
- দুর্যোগ সম্পর্কিত প্রকল্পের জন্য জরুরি তহবিল বা আর্থিক ব্যবস্থা আছে কিনা?

ঝুঁকি নিরূপন প্রক্রিয়ার ধাপ ও প্রকল্প পরিকল্পনার মধ্যে যোগসূত্রঃ

ঝুঁকি নিরূপন প্রক্রিয়ার ধাপ	প্রকল্প পরিকল্পনা চক্রের বিভিন্ন পর্যায়
সমস্যা চিহ্নিতকরণ	প্রাথমিক প্রকল্প উন্নয়ন দর্শন: ● প্রাকৃতিক আপদসহ প্রকল্প এলাকার মৌলিক তথ্য সংগ্রহ ● তথ্যের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা তৈরি
আপদ নিরূপন	উন্নয়ন বিশ্লেষণ ● প্রাকৃতিক আপদ মুল্যায়ন ● মূল বিষয়গুলো চিহ্নিতকরণ ● বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা ● উন্নয়ন কৌশলগুলো একত্রিত করা
বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ	প্রকল্প প্রণয়ন ● উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করা ● আপদ মানচিত্র তৈরি করা ● বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি নিরীক্ষণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ● প্রকল্প প্রণয়নের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা নির্বাচন করা ● বিনিয়োগের প্রস্তুতি নেয়া

**Source: Based on Organization of American States (1990)*

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়ন

বিবেচনার বৈচিত্র্য ও ফলাফলের স্থায়ীত্বের উপর টেকসই উন্নয়ন নির্ভরশীল ।
সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়:

- গুণগত উপকরণ ও ইনপুট প্রদান
- পরিবেশ বিবেচনা করা
- দুর্যোগের ধরন বিবেচনা করা

- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় বিবেচনা করা
- রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় বিবেচনা করা
- অন্যান্য ঝুঁকি বিবেচনা করা ।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় টেকসই উন্নয়নের নীতিসমূহ

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় টেকসই উন্নয়নের ছয়টি নীতি

১. জীবনের গুণগতমান বজায় রাখা ও তা উন্নয়ন করা
২. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা
৩. সামাজিক এবং আন্তঃপ্রজন্ম সমতা নিশ্চিত করা
৪. পরিবেশের গুণগত মান ধরে রাখা ও বৃদ্ধি করা
৫. কর্মসূচি ও সিদ্ধান্তের সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সম্পৃক্ত করা
৬. অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ।

৪. ঝুঁকি হ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরন

মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ কি?

ঝুঁকি হ্রাস প্রক্রিয়াকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ এমন একটি পদ্ধতির কথা তুলে ধরে যা দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচিকে মূল উন্নয়ন নীতি এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে একই বন্ধনে আবদ্ধ করে। এ প্রক্রিয়া দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস প্রক্রিয়ার দ্রুত ও ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকেই তুলে ধরে যা যেকোন সংস্থার উন্নয়ন নীতির একটি অবধারিত প্রতিষ্ঠানিকীকরণের স্বাভাবিক অংশ হিসেবে গণ্য হবে।
উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ বাক্যটি এসেছে একটি প্রতীক হিসেবে যা ছোট ছোট, বিচ্ছিন্ন পানির প্রবাহকে একটি নদীর মূলধারায় নিয়ে আসা যেখানে এটা প্রশস্ত হবে এবং হারিয়ে না গিয়ে বা বিচ্ছিন্ন না হয়ে সহজে প্রবাহিত হতে পারবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের তিনটি উদ্দেশ্য হলো:

- সকল উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি যার উৎপত্তি হয়েছে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রাপ্ত একটি সংস্থা হতে এবং যা স্পষ্ট বিবেচনাসহ পরিকল্পনা করা হয়েছে আপদের প্রভাব প্রতিরোধে নিশ্চয়তা প্রদান করতে এবং দুর্যোগের ঝুঁকিসমূহের সম্ভাব্য বিপদাপন্নতা নির্দিষ্ট করতে।
- সকল উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি যার উৎপত্তি হয়েছে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রাপ্ত একটি সংস্থা হতে এবং যা পরিকল্পনা করা হয়েছে সকল ক্ষেত্রে যেমন, সামাজিক, ভৌত, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশ, আপদের বিপদাপন্নতা দূর্ঘটনাক্রমে না বাড়ানোর নিশ্চয়তা প্রদান করতে।
- সকল ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প ও কর্মসূচি যার উৎপত্তি হয়েছে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রাপ্ত একটি সংস্থা হতে এবং যা পরিকল্পনা করা হয়েছে উন্নয়নের উদ্দেশ্য সাধনে এবং ভবিষ্যৎ ঝুঁকি কমানোর নিশ্চয়তা প্রদান করতে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ শুধুমাত্র একটি কার্যক্রম দিয়ে নির্দিষ্ট করা যাবে না। এর সাথে তথ্য প্রবাহ ওপর থেকে নিচে এবং নিচে থেকে ওপর দিকে যাওয়ার বিষয় জড়িত। যা মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের উদ্দেশ্যসমূহ সফলভাবে অর্জন করতে কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে ।

সরকার, এনজিও ও ব্যক্তিখাতের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ আপদের ঝুঁকি হ্রাসে স্থায়ীত্ব অর্জনের মূল বিষয় হিসাবে দৃশ্যমান। বাংলাদেশে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ অনেকটা দারিদ্র্য কমানোর কৌশলের মত যা উপর থেকে নিচের দিকে এবং নিচে থেকে ওপরের দিকে নেয়া অনেক উদ্যোগের ফলাফল যা:

- জাতীয় উন্নয়ন নীতির অগ্রাধিকার বিশ্লেষণ করে
- রাজনীতি ও নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এ্যাডভোকেসি করে
- অঙ্গীকারের প্রতিফলন ও দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য নীতি পূনর্নির্ধারণ করে
- মূল স্টেকহোল্ডারদের জ্ঞান ও বিষয় অনুধাবনের জন্য সামর্থ্য তৈরি করে
- ঝুঁকি নিরূপনের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা ও সম্পূর্ণতা বজায় রাখার জন্য একই রকম জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপন দিকনির্দেশনা (CRA Guideline) প্রদান করে

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামোর সাথে জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপন প্রক্রিয়ার যোগসূত্র স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কাঠামো তৈরি করে
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর আচরণকে প্রভাবিত ও পরিবর্তন করে

ঝুঁকি হ্রাসকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের কাঠামো নিচের চিত্রে দেখানো হলো:

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের নির্দেশক যাচাই তালিকা

যদি আমরা নিম্নলিখিত নির্দেশক যাচাই তালিকা দেখি, তাহলে আমরা মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে তা বুঝতে পারবো। নিম্নলিখিত তালিকা চুড়ান্ত নয়, স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে এটি পরিবর্তিত হতে পারে এবং আরো উন্নয়ন করা যেতে পারে অথবা স্থানীয় অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা যেতে পারে। এটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

১. দরিদ্রতা কমানো

- কোন কোন প্রধান আপদ দ্বারা দরিদ্র জনগোষ্ঠী আক্রান্ত হয়?
- দারিদ্র্য দুরীকরণ, উন্নয়ন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের মধ্যে যোগসূত্রের প্রমাণ কি?
  - উন্নয়নের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস যুক্ত করার তুলনামূলক সুবিধা কি?
  - কিভাবে দুর্যোগ দারিদ্র্যের কারণ হয়?
  - দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে ঝুঁকি হ্রাস ও দারিদ্র্য বিমোচনের মাঝে দরিদ্ররা কি ধরনের ভারসাম্য চায়?

২. কৃষি এবং পল্লী উন্নয়ন

- কৃষি এবং পল্লী উন্নয়নে কি কি প্রাকৃতিক আপদ প্রভাব ফেলে?
- কৃষির উপর জলবায়ু পরির্বতনের সম্ভাব্য প্রভাব কি?
- কোন ধরনের কৃষি কাজের চর্চা পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে-যা দুর্যোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে?
- কীভাবে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন নীতি এবং কার্যক্রমসমূহ আপদ ও দুর্যোগের ঝুঁকিসমূহ বিবেচনায় রাখতে পারে যা পল্লী পরিবেশ এবং জীবন ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে?
- কৃষি অবকাঠামো দুর্যোগে কতটা মজবুত?

৩. পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা

- কি কি বিষয় পরিবেশের পরিবর্তনের ওপর প্রভাব ফেলে?
- কীভাবে পরিবেশের বিষয়গুলো প্রাকৃতিক আপদে প্রভাব ফেলে?
- কীভাবে প্রাকৃতিক আপদসমূহ পরিবেশে প্রভাব ফেলে?
- কি কি বিষয় পরিবেশের পরিবর্তনে মানুষের বিপদাপন্নতা বাড়ায়?
- কীভাবে পরিবেশ নীতি, আইন, প্রতিষ্ঠান এবং মান দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনের জন্য চাহিদা পূরণে সাহায্য করে?
- পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার উদ্যোগগুলো কতটা দুর্যোগের ঝুঁকির কারণ হতে, এর ভয়াবহতা বাড়াতে বা কমাতে পারে?

৪. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

- পানি সম্পর্কিত প্রধান আপদসমূহ কি কি? এসব আপদের ঝুঁকির বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি?
- কিভাবে পানির প্রক্রিয়াসমূহ মানুষের অভিজ্ঞতা ও বিপদাপন্নতায় অবদান রাখে ?
- পানির ক্ষেত্রে কোন নীতি, আইন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা আছে কি?
- কিভাবে জনগোষ্ঠী এবং সুবিধাভোগীগণ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জড়িত?
- পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রথাগত এবং স্থানীয় পদ্ধতিসমূহ কি পানি সম্পদ উন্নয়ন উদ্যোগসমূহের সাথে সম্পৃক্ত ?

৫. ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

- কিভাবে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস উদ্যোগসমূহে গ্রহণযোগ্য ঝুঁকি চিহ্নিত করতে সাহায্য করে?
- ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় ঝুঁকি মানচিত্রায়নের ব্যবহার কতটা বিস্তৃত?
- ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রনের অবস্থা কি?
- ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার কি কি নীতি এবং আইন দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনে প্রভাব ফেলে?
- উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো কীভাবে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় ঝুঁকি হ্রাসের সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেয়?

৬. অবকাঠামো উন্নয়ন

- কীভাবে বিভিন্ন অবকাঠামো ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের আপদকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে?
- প্রধান প্রাকৃতিক আপদসমূহ সম্বন্ধে পর্যাপ্ত ধারণা আছে কি না যা অবকাঠামোর জন্য ঝুঁকির সৃষ্টি করে?
- দুর্যোগে টিকে থাকার প্রধান এবং সংকটাপন্ন অবকাঠামো কি?
- প্রতিরোধ ও জরুরি প্রস্তুতির পদক্ষেপসহ জাতীয় সংকটাপন্ন অবকাঠামোর উন্নয়ন কার্যক্রম আছে কি?
- সংকটাপন্ন অবকাঠামোর জন্য জাতীয় সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আছে কি?

৭. জেন্ডার

- জেন্ডার ও উন্নয়নের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ঝুঁকির সমস্যা কিভাবে বিবেচনা করা হয়?
- উন্নয়ন ও দুর্যোগ হ্রাস কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন ধাপে জেন্ডারভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপন সম্পৃক্ত আছে কি?
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরন কিভাবে জেন্ডার সম্পর্ককে প্রভাবিত করে?
- দুর্যোগের সময় নারী ও বালিকারা কি পুরুষ ও বালকদের চেয়ে অধিকতর ঝুঁকিতে থাকে?
- দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে সকল ধাপের অংশগ্রহণে জেন্ডার সমতা আছে কি?

৮. রোগ

- রোগ হওয়ার বর্তমান কারণগুলো কি কি?
- কেন রোগ একটি দুর্যোগ ঝুঁকি সমস্যা?
- আক্রান্ত জনগণের উপর রোগের ভার কত মারাত্মক হতে পারে?

- কিভাবে প্রাকৃতিক দূর্যোগ রোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে?
- রোগ বিস্তারের ঝুঁকি কমাতে ব্যক্তি, জনগোষ্ঠী এবং প্রাতিষ্ঠানের সামর্থ্য বাড়াতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও তথ্য প্রবাহ ব্যবস্থা আছে কি?

৯. জলবায়ু পরিবর্তন

- জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব, বিস্তৃতি, আশঙ্কা কি?
- ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য উপাদানের উপর ভিত্তি করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের প্রতিক্রিয়া কি?
- উন্নয়ন নীতি ও বাজেট প্রক্রিয়া যা জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎবাণী করে তা বাস্তবায়ন হয় কি?
- জলবায়ু পরিবর্তনের সময়ভিত্তিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্তি এবং দেশব্যাপী নিরূপণ করতে ও বুঝতে নিয়মিত গবেষণা এবং বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া চলছে কি?
- আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সাথে জাতীয় খাপ খাওয়ানো কর্মসূচিসমুহের নেটওয়ার্ক কতটা সম্পর্কিত?

ঝুঁকি হ্রাসকে মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করার সুবিধাসমূহঃ

যদি আমরা দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে পারি, তাহলে আমরা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবঃ

- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ
- জাতীয় দারিদ্র্য কমানোর উদ্দেশ্যসমূহ
- অবকাঠামো, জীবন, অর্থনীতি, বিনিয়োগ, পরিবেশ ইত্যাদির ক্ষতি প্রতিরোধ
- টেকসই উন্নয়ন
- জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন
- বিপদাপন্ন অবস্থা কমানো
- দুর্যোগ কমানো ।

৫৫. সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল-ঝুঁকি হ্রাস

ভূমিকা

কৌশলগত সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে কিভাবে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করব এবং সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মডেলের মাধ্যমে কিভাবে ঝুঁকি প্রশমন নীতি প্রণয়নে সামঞ্জস্য বজায় রাখা যেতে পারে "সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি" সে ক্ষেত্রগুলোতে দিকনির্দেশনা দেয় ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসমূহ নীতি এবং প্রশিক্ষণ কোর্সের উপকরণ তৈরি অথবা পর্যালোচনা করতে বাংলাদেশ একটি সহজ মডেল সৃষ্টি করেছে । এ মডেলের দুটি প্রধান উপাদান আছে, যেমন, ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়া এবং সার্বিক ঝুঁকি হ্রাস সংস্কৃতি সকল প্রচেষ্টার কেন্দ্রে রাখাকে নিশ্চিত করা ।

নিচে বাংলাদেশের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো:

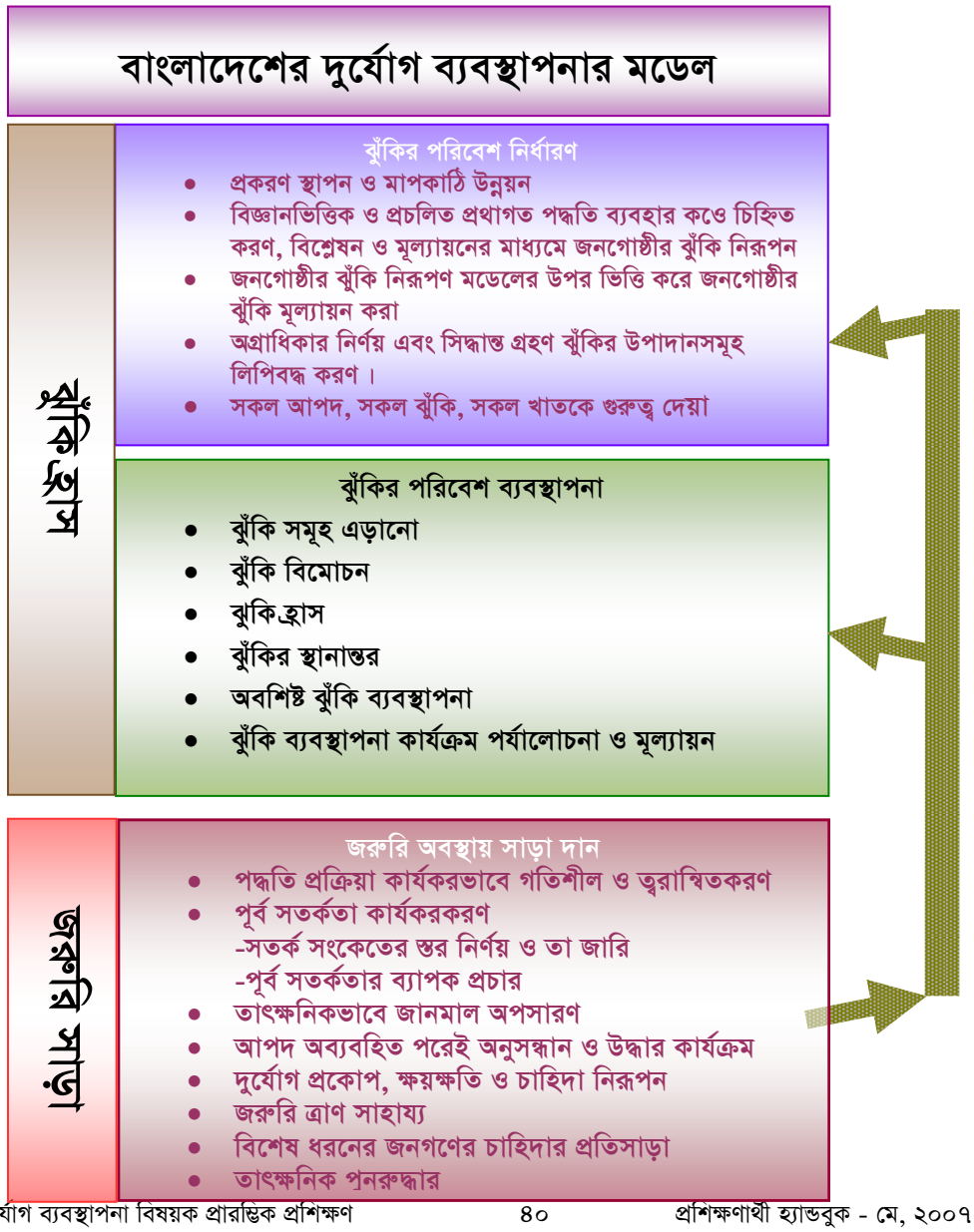

এ মডেলের প্রধান গুণাগুণসমূহ

- এ মডেল "হিউগো কর্মকাঠামো" -র অঙ্গীকার অর্জনে একটি কাঠামো প্রস্তুত করে ।
- এ মডেল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল উপাদানসমূহ এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কসমূহ স্পষ্টভাবে বোধগম্য করে ।
- এ মডেল কারিগরি প্রক্রিয়ায় সাধারণ আপদ হতে সুনির্দিষ্ট ঝুঁকিভিত্তিক কার্যক্রমসমূহে যাওয়ার গতিপথ পরিবর্তন সহজ করে ।
- এ মডেল নীতি, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়নের পথনির্দেশ করে ।
- এ মডেল প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির মধ্যে ধারাবাহিকতা সামঞ্জস্যতা অর্জনকে সুসংবদ্ধ করে ।
- প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান ক্ষেত্রে এ মডেল শিক্ষাসম্মত ও প্রথাগত কৌশলকে প্রভাবিত করে ।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেলের বৈশিষ্ট্যসমূহ

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেলের পাঁচটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য-

- এ মডেল ঝুঁকি বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক এবং প্রথাগত উভয় কৌশলকে একত্রিত করে ।
- এ মডেলের সকল আপদ, সকল ঝুঁকি, সকল শ্রেণী এবং সকল ভৌগোলিক এলাকায় পৌঁছানো ক্ষমতা আছে ।
- এ মডেল সাধারণ আপদ হতে নির্দিষ্ট ঝুঁকিতে কর্মসূচি এগিয়ে নেয়ার ওপর জোর দেয় ।
- জাতীয় ও স্থানীয় উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের মুলধারায় ঝুঁকি হ্রাসকে সম্পৃক্ত করে ।
- এ মডেল স্টেকহোল্ডার, অংশীদার এবং জনগোষ্ঠীকে ঝুঁকি হ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায়ন করে ।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেলের প্রধান উপাদানসমূহ

১. ঝুঁকি হ্রাস–ঝুঁকির পরিবেশ নির্ধারণ, পুন:নির্ধারণ সম্পর্কে জানা ও ব্যবস্থাপনা করা

২. জরুরি সাড়া–জরুরি অবস্থায় সংস্থা, সম্পদ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে গতি আনা ও এগুলোকে সক্রিয় করার ক্ষেত্রে সকল কার্যক্রমকে সম্পৃক্ত করা ।

ঝুঁকি হ্রাস-ঝুঁকির পরিবেশ নির্ধারণ ও পুনর্নির্ধারণ সম্পর্কে জানা

আপদ ও ঝুঁকির মধ্যে প্রায়ই সন্দেহের সৃষ্টি হয় । আমাদের সবার এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন যে আপদ কোন ঝুঁকি নয়- এটি ঝুঁকির সম্ভাব্য কারণ ।
এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া এবং জলবায়ুর উপাদানসমূহ আমাদের ঝুঁকির পরিবেশ পরিবর্তন করছে- যা আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ঝুঁকির পরিবেশসমূহও পরিবর্তিত করে ।
সুতরাং আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যত ঝুঁকির পরিবেশসমূহ সুনির্দিষ্ট করতে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে এবং এগুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নিতে হবে-

ঝুঁকি হ্রাস-ঝুঁকির পরিবেশ নির্ধারণ ও পুনর্নির্ধারণ করার উপাদানসমূহ

ঝুঁকি হ্রাস

ঝুঁকির পরিবেশ নির্ধারণ ও পুনর্নির্ধারণ করা বা জানা

- কারিগরি ও প্রথাগত বিশ্লেষণ করা
- জলবায়ুর পরিবর্তন এবং জলবায়ুর বৈচিত্র্যের প্রভাবসমূহ জানা
- জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপন মডেলের উপর ভিত্তি করে জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি মূল্যায়ন করা
- বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির উপাদানসমূহ লিপিবদ্ধ করা
- সকল আপদ, সকল ঝুঁকি, সকল খাতকে গুরুত্ব দেয়া

আমরা আগেই জেনেছি কোন আপদ বা আপদসমূহ, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী এবং পরিবেশ -এই তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাবের আশঙ্কাই হলো ঝুঁকি। আর ঝুঁকি হ্রাস হলো এমন একটি শব্দ যা প্রায়শ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সবসময় স্পষ্ট বোঝা যায় না। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল এর অর্থ স্পষ্ট করতে চেষ্টা করেছে। যেমন: "ঝুকির পরিবেশ সম্পর্কে জানা ও তার ব্যবস্থাপনা করাই হলো ঝুঁকি হ্রাস"।

বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রথাগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ঝুঁকি নিরূপনের ব্যাপকতা নিশ্চিত করতে জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপনের বিজ্ঞানভিত্তিক এবং প্রথাগত পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করে ঝুঁকি নিরূপণ এবং সকল আপদে ব্যবস্থা নেয়া হয় ।

প্রথাগত পদ্ধতি

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের জনগণের অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন আপদের সাথে বাস করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে। গত কয়েক দশকে জলবায়ু ও আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী করতে জনগোষ্ঠী কয়েকটি প্রথাগত পদ্ধতিও উদ্ভাবন করেছে। অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়াসমূহ ব্যবহার করে স্থানীয় অভিজ্ঞতার আলোকে ঝুঁকির বিশ্লেষণই প্রথাগত পদ্ধতি।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ

জিআইএস মানচিত্রায়ণ:

আপদের ফলাফলের ভবিষ্যৎ অবস্থা নির্দিষ্ট করতে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) মানচিত্রায়ণ ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ- জিআইএস মানচিত্র ব্যবহার করে আমরা একটি অবস্থা তৈরি করতে পারি যা বন্যার সময় পানির উচ্চতা দেখাবে। এটি জনগোষ্ঠীকে ঝুঁকি বুঝতে সাহায্য করে। সিইজিআইএস, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ ইত্যাদিতে জিআইএস মানচিত্রায়ণ বিদ্যমান আছে।

জিআইএস মানচিত্রায়ণের কিছু উদাহরনঃ

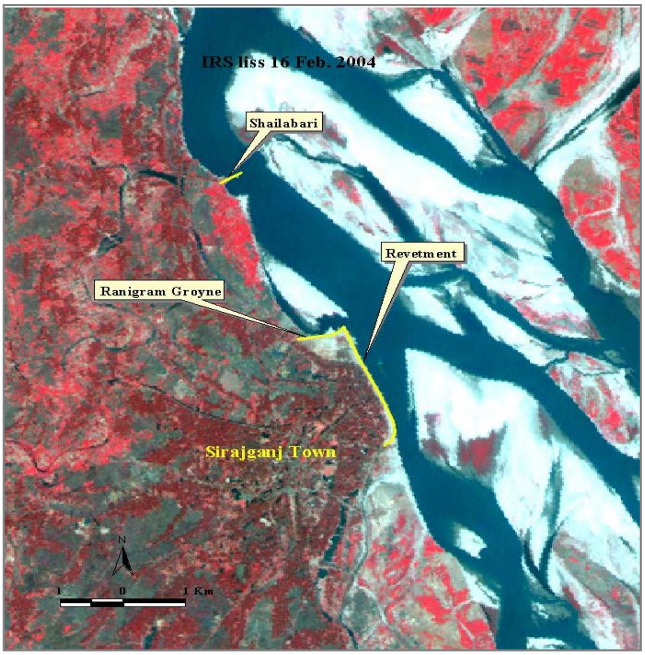

সৌজনে CEGIS

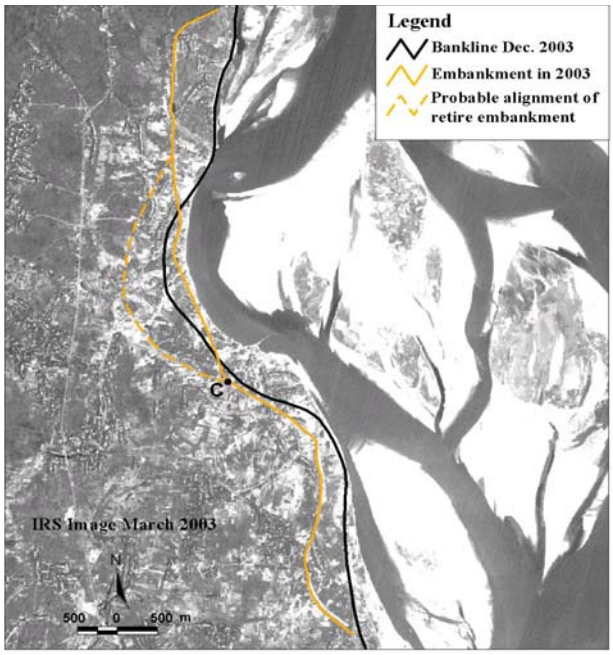

সৌজনে CEGIS

স্যাটেলাইট ইমেজের কিছু উদাহরণঃ

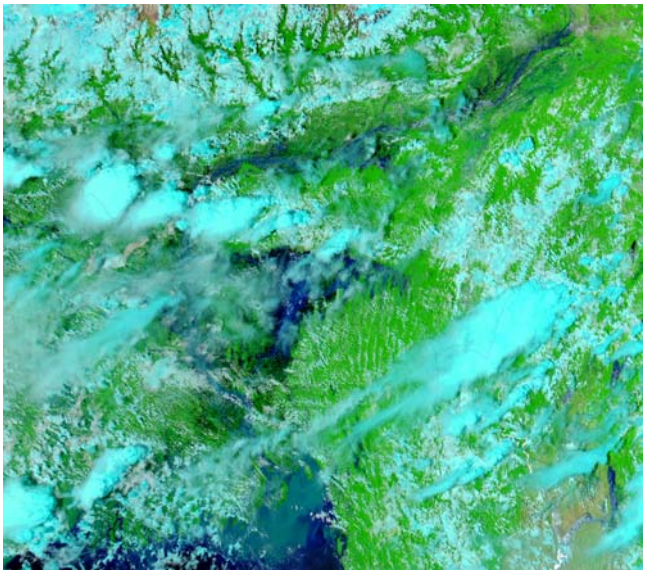

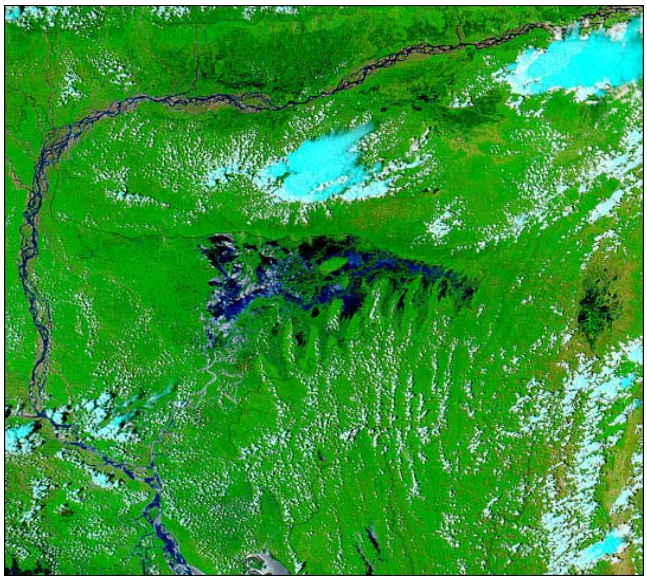

জলবায়ু পরিবর্তন মডেল

পৃথিবীব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে এবং পৃথিবীর সকল স্থানে ভৌত, প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবনব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম বদ্বীপ হলো বাংলাদেশ, আমাজান বদ্বীপের পরেই যার অবস্থান। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের পাহাড়িয়া অঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলের উঁচু ভূমি ব্যতীত এ বদ্বীপ প্রধানত গঙ্গা-ব্রহ্মপূত্র-মেঘনা নদীসমূহ দ্বারা গঠিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এ অঞ্চল ঝুঁকির কারণে বিপদাপন্ন। সাধারণ ধারণা হলো, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ অতিরিক্ত প্রাকৃতিক আপদসমূহ যেমন: অধিকতর বন্যা, অসময়ে বন্যা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত-যথা মৌসুমী বায়ুর সময়ে অধিকতর বৃষ্টিপাত এবং শুকনো ঋতুতে কম বৃষ্টিপাত, খরা, তাপদাহ, শৈত্য প্রবাহ, নদীনালা ভরাট, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, অধিকতর সংখ্যায় ও তীব্রতায়, ঘূর্ণিঝড়, অধিকতর ঘন ঘন মাত্রায় জলোচ্ছাসে আক্রান্ত হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যদ্বাণী করতে কয়েকটি জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ মডেল বাংলাদেশে পরীক্ষা করা হচ্ছে। প্রধান মডেল গুলো হচ্ছে PRECIC, CFAB, GCM ইত্যাদি। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি ইউনিট হিসাবে ২০০৪ সালে জলবায়ু পরিবর্তন সেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন সেল সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাজের প্রধান কেন্দ্র। এ সেলের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বিত অংশ হিসাবে দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ুর ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাসমূহের ব্যবস্থাপনা সহজতর করে এমন একটি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করা। যা সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির প্রাথমিক উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করবে যা অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি কমিয়ে এবং সাড়াদান প্রক্রিয়া ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শক্তিশালী করে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সামর্থ্য শক্তিশালী করবে। এ উদ্দেশ্যসমূহ সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে দুর্যোগ ও জলবায়ুর ঝুঁকিসমূহ কমানোর মাধ্যমে অধিকতর কার্যকর হবে এবং দারিদ্র্য কমাতে সমর্থ হবে।

অন্যান্য মডেল

এছাড়া দেশে কিছু বৈজ্ঞানিক মডেল বিদ্যমান আছে যা ঝুঁকি নিরূপন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করতে পারে। মডেলসমূহ হল:

- কৃষি বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের জন্য মডেল;
- টেকসই পরিবার চর্চার জন্য ভূমি ব্যবহার মডেল; এবং
- উপকূলীয় বলয় বন্যা মডেল।

জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়া

জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়া পরিচালিত করতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও চর্চাকৃতি একটি সর্বোত্তম চর্চাকৃত ঝুঁকি নিরূপণ মডেল চালু করেছে যা নিম্নরূপ:

জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ মডেল

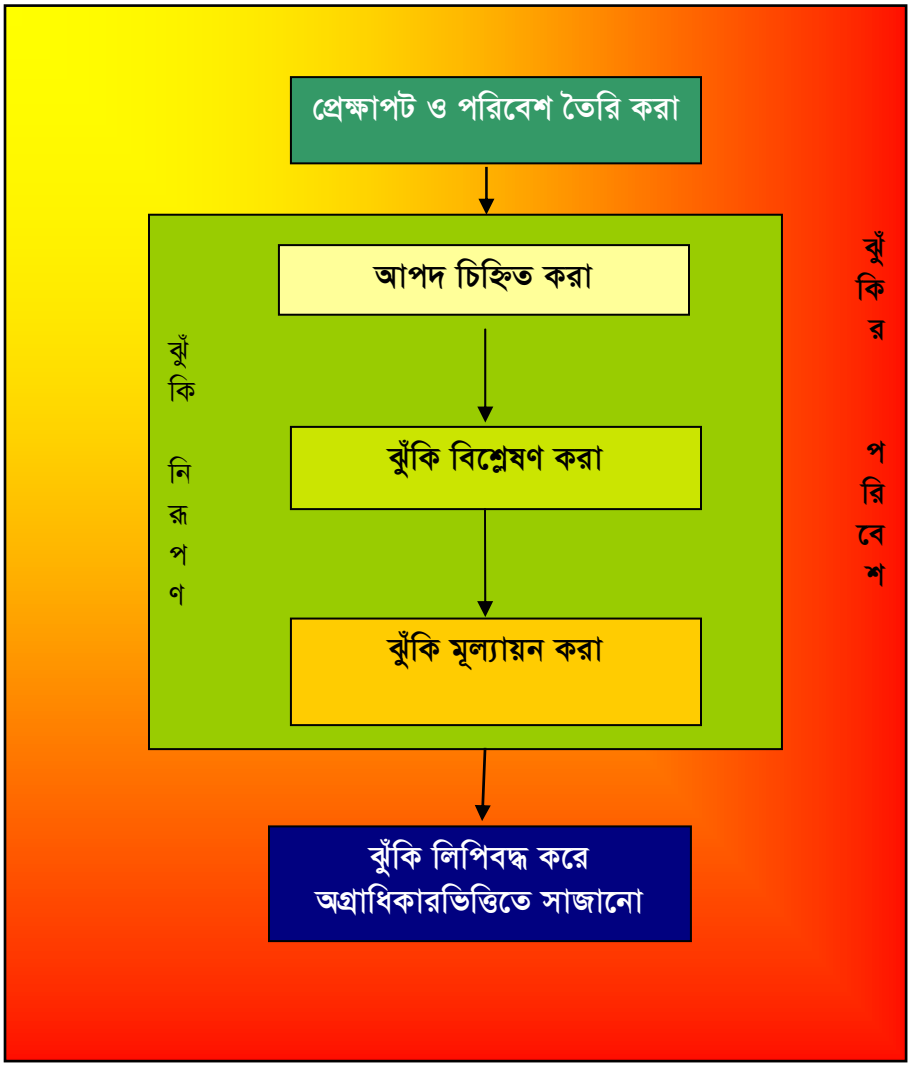

এ মডেলের প্রধান উপাদানসমূহ:

১. ***ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ তৈরি করা*** - প্রেক্ষাপট তৈরি করা হলো, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত করা এবং ঝুঁকির বৈশিষ্ট্যসমূহও স্পষ্ট করা। ঝুঁকির বৈশিষ্ট্য বলতে আমরা বুঝি, যে বিষয়গুলো ঝুঁকিকে গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য করে।

২. ***আপদ চিহ্নিত করা*** - এলাকার যথা ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা বা অঞ্চলে প্রধান আপদসমূহ কি কি? প্রত্যেক আপদের প্রতিক্রিয়ার ভৌগোলিক বিস্তৃতি অর্থাৎ কতটা এলাকা জুড়ে এর প্রভাব পড়তে পারে?

বিপদাপন্নতার শিকার কে বা কারা হয়? এবং কোন ক্ষেত্রসমূহ (যেমন: পানি, কৃষি) ঝুঁকিতে আছে তা চিহ্নিত করা ।

প্রত্যেক বিপদাপন্নতার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ঝুঁকিসমূহঃ

আপদ	বিপদাপন্ন সেক্টর	নির্দিষ্ট ঝুঁকিসমূহ
বন্যা	জীবন	মৃত্যু, আহত, প্রতিবন্ধীত্ব বা পঙ্গুত্ব
	কৃষি	শস্য ক্ষতি বা নষ্ট, বীজ ও চারার অভাব ইত্যাদি ।
	স্বাস্থ্য	পানি বাহিত রোগ; সংক্রমণ; ঔষধ, নার্স এবং ডাক্তারের অভাব ইত্যাদি ।
	অবকাঠামো	রাস্তা ভেঙে যাওয়া, বিদ্যালয় ধ্বসে যাওয়া, ভবন ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া , ব্রিজ কালভার্ট ভেঙে যাওয়া, বিধ্বস্ত হওয়া ইত্যাদি ।
	সেবাসমূহ	বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া ।
	কর্মসংস্থান	বেকারত্ব ও আয় কমা ইত্যাদি ।
	খাদ্যবাজারসমূহ	দাম বাড়া ও ওঠানামা করা ইত্যাদি ।
	আবাসন	ক্ষতি ও নষ্ট হওয়া ।
	পানি এবং পরিচ্ছন্নতা	পানীয় জলের সমস্যা, পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতা বাধাগ্রস্ত হওয়া ইত্যাদি ।
	শিল্প	ক্ষুদ্র শিল্প নষ্ট হওয়া ।
	যোগাযোগ	যানবাহনের অভাব, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়া ।

৩. *ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা* - ঝুঁকি বিশ্লেষণ হলো একটি আপদ যা ঘটার আশঙ্কা আছে তার সম্ভাব্যতা নির্ণয় করা এবং যদি তা ঘটে তবে কি ফলাফল হতে পারে তা বিবেচনা করা ।

জোড়া অবস্থান ব্যবহার করে ঝুঁকির বিদ্যমান অবস্থা

ঝুঁকির পরিমাপক

প্রভাব						
	তীব্র			সম্ভাব্য তীব্র	সম্ভবত তীব্র	প্রায় নির্দিষ্ট তীব্র
	মধ্যম				সম্ভবত প্রধান	প্রায় নির্দিষ্ট প্রধান
	মধ্যম					প্রায় নির্দিষ্ট মধ্যম
	ক্ষীণ					

	খুব ছোট					
		কদাচিৎ	অসম্ভাবনীয়	সম্ভাব্য	সম্ভবত	প্রায় নির্দিষ্ট
		ঘটার সম্ভাবন				
		সর্বোচ্চ ঝুঁকি	কোন রকম বিলম্ব ছাড়া জরুরি ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।			
		উচ্চ ঝুঁকি	সঠিক আলোচনা করে জরুরি ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।			
		মধ্যম ঝুঁকি	তড়িৎ পর্যবেক্ষণ এবং পদক্ষেপ প্রয়োজন।			
		নিম্ন ঝুঁকি	বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন এবং পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।			

৪. ***ঝুঁকি মূল্যায়ন করা*** **-** সকল আপদের উপর ভিত্তি করে ঝুঁকির তালিকা তৈরি করে ঝুঁকি হ্রাস অগ্রধিকার নির্ণয় করা যেতে পারে।

৫. ***ঝুঁকি লিপিবদ্ধ করা*** - অগ্রাধিকারভিত্তিক ঝুঁকি হ্রাস তালিকা তৈরি করে তার ভিত্তিতে ঝুঁকি হ্রাস কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা এবং তার বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও দায়িত্ব বন্টন করা।

ঝুঁকির রেজিষ্টার

ঝুঁকি বর্ণনা (+নির্দেশক)	ঝুঁকি মূল্যায়ন	গ্রহণযোগ্য/ অগ্রহণযোগ্য	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য অগ্রাধিকার
১) বন্যায় বদ্বীপ অঞ্চলে শস্য ও পশু সম্পদ ধ্বংস হওয়ার ঝুঁকি।	**উচ্চ**	অগ্রহণযোগ্য	বি
২) বিমান বন্দর ও নিকটবর্তী শহর প্লাবিত হওয়ার ফলে জীবনের ক্ষয়ক্ষতি।	**তীব্র**	অগ্রহণযোগ্য	এ
৩) বন্যায় আখের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি চিনি রপ্তানি কমায়।			

ঝুঁকি হ্রাস-ঝুঁকির পরিবেশ ব্যবস্থাপনা করা

ঝুঁকির পরিবেশ কি?

মানুষ দ্বারা সৃষ্ট বা প্রাকৃতিক যেসব কারণে পরিবেশের ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে তাকেই ঝুঁকির পরিবেশ বলে।

ঝুঁকির পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বলতে কি বোঝায়ঃ

ঝুঁকির পরিবেশ ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা করার মাধ্যমে শুরু হয় । এর মাধ্যমে ঝুঁকি এড়ানো, ঝুঁকি দুর, ঝুঁকির ভয়াবহতা হ্রাস এবং ঝুঁকি স্থানান্তর করতে সক্ষমতা গড়ে তোলা যায় । এই পরিকল্পনায় ব্যবস্থাপনার পরিমাপক যে ঝুঁকিগুলো অবশিষ্ট থেকে যায় সেগুলোও সম্পৃক্ত করা হয় ।

ঝুঁকির পরিবেশ ব্যবস্থাপনা করার উপাদানসমূহ

ঝুঁকি হ্রাস

ঝুঁকির পরিবেশ ব্যবস্থাপনা করা

- **ঝুঁকি হ্রাস উপায়গুলোর মধ্যে ভারসাম্যতা অর্জন করা**
- **সাধারণ আপদ হতে সুনির্দিষ্ট ঝুঁকিভিত্তিক কর্মসূচির দিকে অগ্রসর হওয়া**
- **অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সেবা প্রদান টেকসই করা**
- **পূর্ব সতর্কতা সহ জরুরি ভিত্তিতে সাড়া দেয়ার প্রক্রিয়া এবং প্রস্তুতি জোরালো করতে কারিগরি ও প্রথাগত বিশ্লেষণ ব্যবহার করা**

ঝুঁকির পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উপর্যোক্ত উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করলে এভাবে বলা যায়:

- ঝুঁকি কমিয়ে আনা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি স্থানান্তরের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসের পন্থাগুলোর মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করা ।
- সাধারণ আপদ থেকে সুনির্দিষ্ট ঝুঁকিভিত্তিক কর্মসূচির দিকে অগ্রসর হওয়া
- যৌথ অংশিদারিত্ব ও নিবিড় সমন্বয় (networking) এর মাধ্যমে টেকসই সেবা প্রদান নিশ্চিত করা
- কার্যকর প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থা নিশ্চিত করা । যার মধ্যে-
  - কারিগরি ও প্রথাগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা;
  - একটি অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা করা যা আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সাথে বাড়তি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলবে সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তিখাতের যোগাযোগ মাধ্যমের সাথে;
  - একটি জনগোষ্ঠীকে বিশেষ করে খুবই বিপদাপন্ন অথবা চিহ্নিত বিষয়গুলোর সাথে যাদের সম্পৃক্ততা আছে তাদের কার্যকরভাবে উদ্বুদ্ধের ব্যবস্থা করা;
  - একটি কার্যকর ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা;
  - একটি কার্যকর ত্রাণ ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা করা; এবং
  - একটি কার্যকর অনুসন্ধান এবং উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা তৈরি করা ।

ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনার মডেল

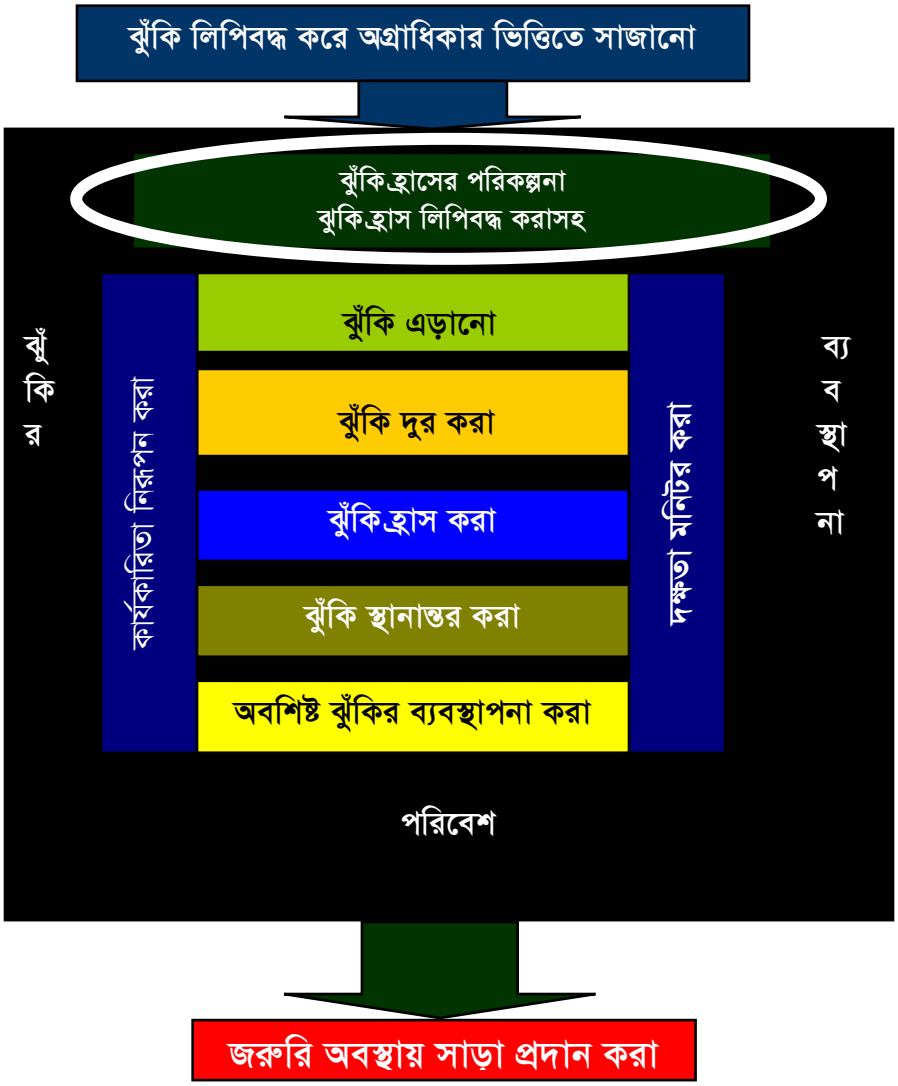

তিনটি প্রধান ধাপ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট

প্রত্যেকটি চিহ্নিত অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ঝুঁকির জন্য ঝুঁকি হ্রাস পন্থাসমূহের একটি সারি নির্ণয় করা, জাতীয় ও স্থানীয় সামর্থ্যের ভিত্তিতে ঝুঁকি হ্রাস পন্থাসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ঝুঁকি হ্রাস পন্থাসমূহ বাস্তবায়ন করা ।

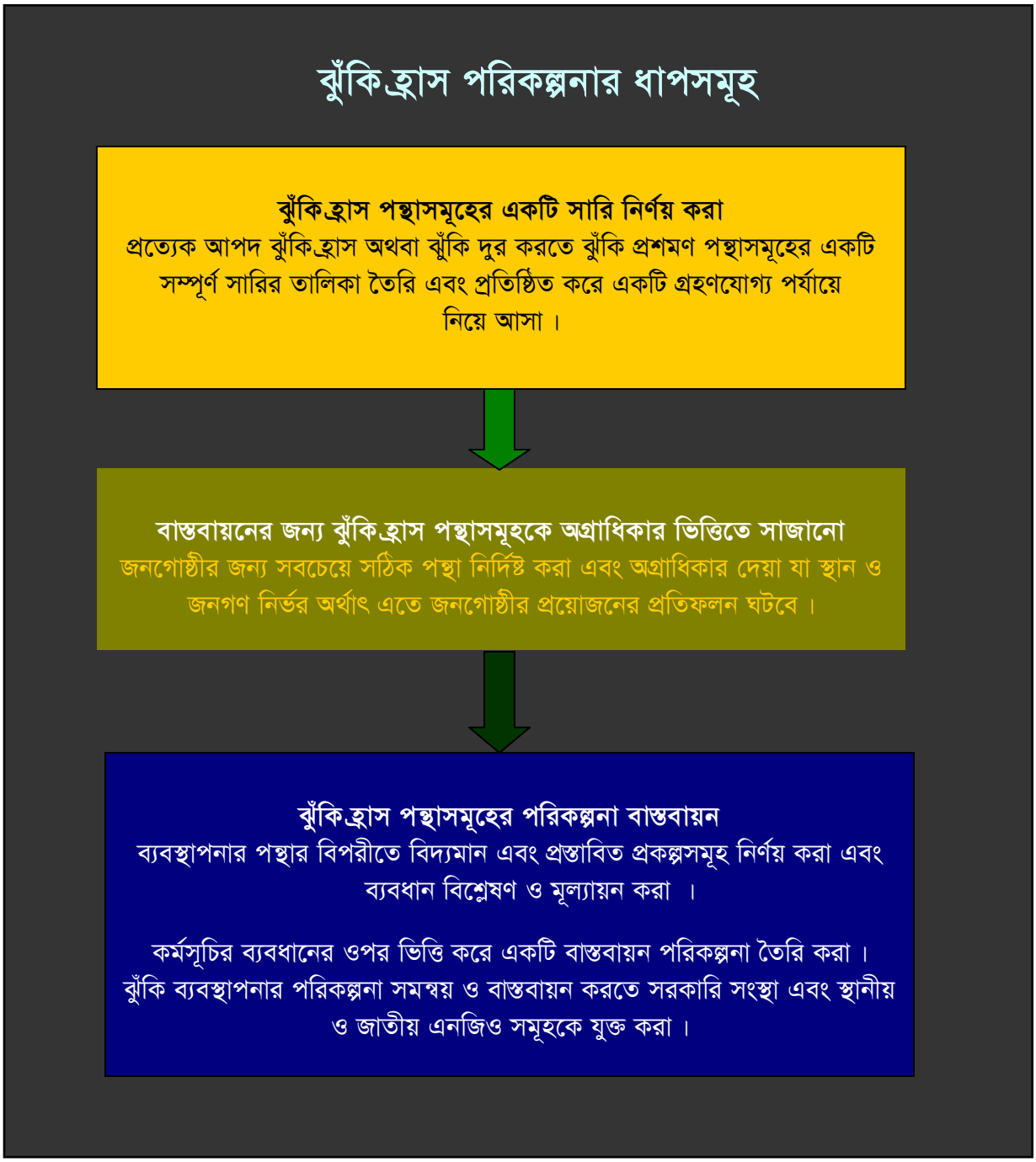

ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা শুরু হয় এক সারি ঝুঁকি হ্রাস পন্থা নিয়ে । এ পন্থাসমূহ হতে পারে

- **ঝুঁকি এড়ানো:** ঝুঁকি এড়ানো হলো এমন কিছু না করা যা ঝুঁকি আনতে পারে । ঝুঁকি এড়ানো মনে হতে পারে সকল ঝুঁকির উত্তর, কিন্তু ঝুঁকি এড়ানো বলতে ঝুঁকি গ্রহণ করলে, সম্ভাব্য যা অর্জন হতে পারত তা হারানোও বুঝাতে পারে । একটি উদাহরণ এভাবে বলা যায়, সম্ভাব্য বন্যার আশঙ্কায় ধান চাষ না করার ঝুঁকি না নেয়া, ফলে সম্ভাব্য ধান উৎপাদন না হয়ে ধানের ঘাটতি দেখা দিতে পারে ।

- **ঝুঁকি দুর করা:** ঝুঁকি দূর করা বলতে বুঝায় আপদ ঘটার আশঙ্কা দুর করা বা এর পরিণতি দূর করা । উভয়ই তত্ত্বগত ভাবে সম্ভব, কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে আপদ দুর করা অসম্ভব । উদাহরণ স্বরূপ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ বন্যার পানিতে জলমগ্ন হওয়ার ঝুঁকি দুর করতে পারে, কিন্তু এর ফলে জলাবদ্ধতা বা নদীতে জমাকৃত পলির ফলে নাব্যতা হারাতে পারে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঝুঁকি দুরীকরণ বলতে কাঠামোগত পরিমাপ বুঝায় । কেউ কেউ একে দুর্যোগ প্রতিরোধ বলে থাকে ।

- **ঝুকি হ্রাস:** ঝুঁকি হ্রাস বলতে বুঝায়, একটি প্রক্রিয়া যা ক্ষতির তীব্রতা কমায় । আপদ বা বিপদাপন্নতা কমিয়েও ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে । দুর্যোগ কমানো ও দুর্যোগ প্রস্তুতি কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি সাধারনত ঝুঁকি হ্রাস কৌশলের মধ্যে পড়ে । উদাহরণ স্বরূপ, উপকূলীয় বৃক্ষরোপণ ঘূর্নিঝড়ের ঝুঁকি হ্রাস করে ঘূর্নিঝড়ের পরিণতি কমাতে পারে । জলাবদ্ধতা অবস্থায় পানিতে সার মিশিয়ে মৃত্তিকাবিহীন কৃষি প্রতিষ্ঠিত করে খাদ্য ঘাটতি বিপদাপন্নতা হ্রাস করে জলাবদ্ধ অবস্থায় আয় করার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে । বন্যা সহনীয় ধানের প্রজাতি উদ্ভাবন এবং ভাসমান বীজতলা বন্যার ঝুঁকি কমানোর অন্য আর একটি উদাহরণ । আপদে জীবিকার স্থিতিস্থাপকতা এভাবে ঝুঁকি হ্রাসের একটি পন্থা হতে পারে ।

- **ঝুঁকি স্থানান্তর:** ঝুঁকি স্থানান্তর বলতে বুঝায় এক প্রকার চুক্তি বা সম্ভাব্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে অন্য দিকে ঝুঁকির দিক পরিবর্তন করে দেয়া যেতে পারে ।

- **অবশিষ্ট ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা:** অবশিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বলতে বুঝায় ঝুঁকি ঘটে যাওয়ার পরে ক্ষতির দায়ভার গ্রহণ করা । সকল ঝুঁকি যা এড়ানো যায় না বা দুর করা যায় না বা কমানো যায় না বা পরিবর্তন করা যায় না তাদের অবশিষ্ট ঝুঁকি বলে । এটা ঐ সকল ঝুঁকিকে যুক্ত করে যা খুব বড় বা আকস্মিক এবং যা কমানো যায় না । যুদ্ধ হলো এর একটি উদাহরণ, যেখানে অধিকাংশ সম্পদ রক্ষা করা যায় না আবার ঝুঁকি কমানোও যায় না । ফলে যুদ্ধের কারণে ক্ষতি অবশিষ্ট থেকেই যায় । পাহাড়ি ঝড়ে শস্যের ক্ষতি এমন একটি অবশিষ্ট ঝুঁকি হতে পারে ।

ঝুঁকি হ্রাস প্রক্রিয়ার পরিকল্পনার জন্য মডেল উদাহরণ

প্রাথমিক ধাপ: ঝুঁকি হ্রাস পদক্ষেপের ঝুঁকির মূল্যায়ন

আপদ	বিপদাপন্নতার সেক্টর	প্রত্যেক বিপদাপন্ন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ঝুঁকিসমূহ	ঝুঁকি হ্রাস পদক্ষেপসমূহ	দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ/সংস্থা/ব্যক্তি
বন্যা	কৃষি	রবি শস্যের ক্ষতি ও ধ্বংস	শস্য ব্যবস্থার পরিবর্তন	কৃষি বিভাগ কৃষক
			শস্য ব্যবস্থার পরিবর্তন, বন্যা হতে ধানের ক্ষেত রক্ষার জন্য বাঁধ তৈরি করা	BWDB
		বন্যার পর বীজ ও চারার অভাব	কমুনিটিভিত্তিক বীজ গুদাম প্রতিষ্ঠা	ইউনিয়ন পরিষদ কৃষি বিভাগ কৃষক
			বন্যার সময় ভাসমান বীজতলা প্রতিষ্ঠা	কৃষি বিভাগ কৃষক

দ্বিতীয় ধাপ: ঝুঁকি হ্রাস পদক্ষেপের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

ঝুঁকি হ্রাস পদক্ষেপ	বাস্তবায়নের স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ/সংস্থা/ব্যক্তি	দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ/সংস্থা/ব্যক্তির শক্তি	দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ/সংস্থা/ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা	ব্যবধান পূরণে নতুন প্রকল্প কার্যক্রম
শস্য ব্যবস্থার পরিবর্তন	সদরপুর ইউনিয়নের ৩, ৪, ৫ নং ওয়ার্ড	কৃষি বিভাগ	সম্প্রসারণ কর্মী	কৃষকদের সচেতন ও প্রশিক্ষিত করার মত সক্ষমতা ও দক্ষতা বর্তমানে নেই	কৃষি ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপন (প্রাকৃতিক আপদসহ) কৃষকের প্রশিক্ষণ ও সতর্ককরন কৃষকের মাঝে নতুন শস্য ব্যবস্থার বিস্তার ও হস্তান্তর
			বিকল্প শস্য ব্যবস্থার বিদ্যমান পন্থা পরীক্ষা	পূর্বের ঝুঁকি নিরূপনে কৃষি ক্ষেত্রে ফান্ড নেই	
			বিভাগীয় বিজ্ঞানী	ফলাফল প্রচারের জন্য পর্যাপ্ত জনবল নেই	

চূড়ান্ত ধাপ: ঝুঁকি হ্রাস প্রকল্প, কার্যক্রম, অর্থ এবং বাস্তবায়ন

নুতন প্রকল্পের শিরোনাম	প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের মেয়াদ	আনুমানিক খরচ	গম্ভাব্য অর্থের উৎস	সম্ভাব্য অংশীদার
প্রাকৃতিক আপদে নতুন শস্য বোনার কৌশল খাপ খাওয়াতে কৃষকের সামর্থ্য সৃষ্টি করা	কৃষি ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপন (প্রাকৃতিক আপদ সহ)	২ মাস	১০ লক্ষ	DFID	CDMP BARC ইউনিয়ন পরিষদ CEGIS LGED
	কৃষকের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	৮মাস	১ কোটি	LDRRF	ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় এনজিওসমূহ

	কৃষকদের নতুন শস্য বোনার কৌশল জানানো ও শেখানো	১৪ মাস	২ কোটি	GOB	ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিওসমূহ

৬. সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল - দুর্যোগে জরুরি সাড়া প্রদান

চিহ্নিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করতে আমরা সকল প্রচেষ্টা নেয়ার পরও কিছু অবশিষ্ট ঝুঁকি থেকেই যায়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সময়ে তা বিবেচনায় নিয়ে জরুরি অবস্থায় কার্যকরভাবে প্রস্তুত থাকাই হলো দুর্যোগে জরুরি সাড়া প্রদান।

জরুরি সাড়াদান প্রক্রিয়ায় যে বিষয়গুলো সম্পৃক্ত তা হলো:

- পদ্ধতি, সংস্থা ও সম্পদকে কার্যকর ও গতিশীল রাখা
- সম্ভাব্য খারাপ অবস্থা বোঝার জন্য বিপদাপন্নতার উপাত্তসমূহ ব্যবহার করা

দুর্যোগে ঝুঁকির জরুরি ব্যবস্থাপনা কি?

দুর্যোগে ঝুঁকির জরুরি ব্যবস্থাপনা হলো একটি দুর্যোগের পরে সময়মত, যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা করা, ত্রাণ বিতরণ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করতে কার্যকর প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ড হাতে নেয়া, পুনর্বাসন এবং উদ্ধার কার্যক্রমসমূহের মাধ্যমে একটি আপদের ভয়াবহ প্রভাব কমিয়ে আনা ।

উপর্যুক্ত বিষয়কে আমরা এভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি-

আপদের ভয়াবহ প্রভাবসমূহ কমানো-

দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি হ্রাস পরিমাপকসমূহ বিপদাপন্নতা দূর করার মাধ্যমে একটি আপদের ভয়াবহ প্রভাব কমানোর প্রস্তাব করে অন্যথায় আপদ অন্যভাবে দেখা দিতে পারে। কোন দুর্যোগ আঘাত হানার আগে এ পরিমাপকসমূহ সরাসরিভাবে আপদের সম্ভাব্য প্রভাব কমায়। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ধারণা করে যে, কিছু জনগণ ও সম্পদ ঝুঁকিতে বিপদাপন্ন থাকবে এবং তাদের সহযোগিতা ও উদ্ধার করতে প্রস্তুতিও নিতে হবে।

কার্যকর প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে-

দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাকে একটি স্থিতিশীল পরিকল্পনা হিসাবে দেখা হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত তা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। দুর্যোগে জরুরি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাকে অবশ্যই একটি সক্রিয় ও চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে

দেখতে হবে। প্রস্তুতির পরিকল্পনা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা, পরিবর্তন, আধুনিকিকরণ এবং পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

কিছু বিশ্লেষক জরুরি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার পরিমাপকসমূহকে "প্রত্যক্ষ" ও "পরোক্ষ" হিসাবে পার্থক্য করে থাকেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরোক্ষ বৈশিষ্ট্যসমূহ দুর্যোগের ম্যানুয়াল প্রস্তুত, ত্রাণ সামগ্রীর মজুত এবং সম্পদ ও জনগণের কম্পিউটারে তালিকার প্রস্তুতি নিয়ে গঠিত। দুর্যোগের জরুরি ব্যবস্থাপনার প্রত্যক্ষ পরিকল্পনাসমূহ ব্যাপক সাড়া পরিকল্পনার প্রস্তুতি, দুর্যোগের হুমকি পর্যবেক্ষণ, জনগণের জরুরি প্রশিক্ষণ এবং ঝুঁকিতে আছে এমন জনগোষ্ঠীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া নিয়ে গঠিত।

সঠিক সময়ে সঠিক এবং কার্যকর ভাবে ত্রাণ বিতরণ নিশ্চিত করা-

দুর্যোগে জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন ধরনের আপদে সাড়া দান প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত এবং দুর্যোগ হ্রাস, দুর্যোগে প্রস্তুতি ও দুর্যোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে দুরূহ বিষয় হলো সময়ের ব্যবহার। দ্রুততা ও সঠিক সময়ের ব্যবহার একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিছু কিছু দুর্যোগে কিছু মৌলিক চাহিদা থাকে, যেমন- আশ্রয়, পোশাক এগুলো তাৎক্ষণিক ভাবে প্রয়োজন হয়। এই জরুরি চাহিদা মেটাতে দ্রুততা অপরিহার্য। ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে দেরি হলে মৃত্যুর আশংকা দেখা দিতে পারে। স্থানীয় বাজারের অবস্থা এবং কৃষির সম্ভাবনা নিরূপণের পূর্বে অতিরিক্ত খাদ্য সাহায্য যোগান নির্ভশীলতা সৃষ্টি করতে পারে এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে অবমূল্যায়ন করতে পারে। দ্রুততা নয় সঠিক সময় নির্ধারণ করতে পারাই হলো প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বশর্ত।

জরুরি সাড়া:

আপদের চিহ্নিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করতে আমরা সকল প্রচেষ্টা নেয়ার পরও অনেক সময় দুর্যোগ এড়ানো সম্ভব হয়না। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সময়ে তা বিবেচনায় নিয়ে জরুরি অবস্থায় কার্যকরভাবে প্রস্তুত থাকা এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যকর সহায়তা দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা, জনগোষ্ঠী এবং ব্যবস্থাকে সচল রাখাই হলো দুর্যোগে জরুরি সাড়া।

জরুরি সাড়া ব্যবস্থা সক্রিয় রাখার পদক্ষেপসমূহ

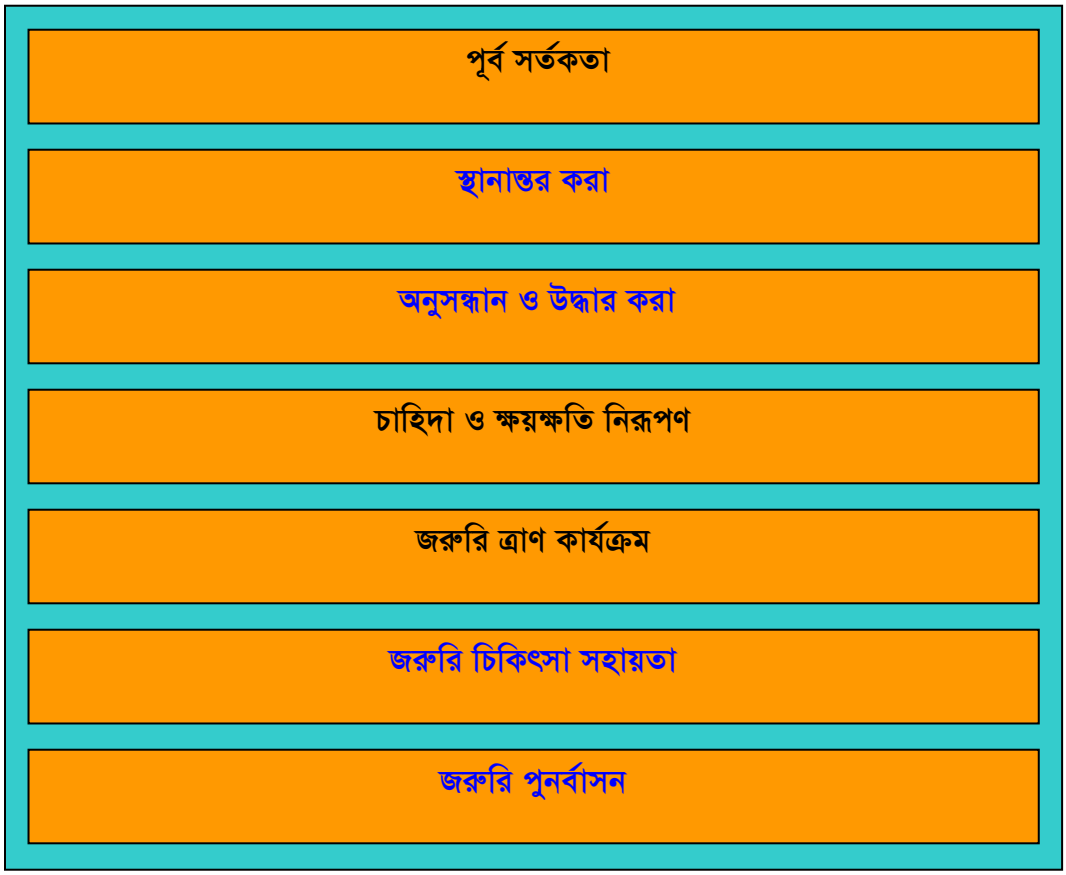

পূর্ব সর্তকতা

পূর্ব সতর্কতা হলো যা ব্যক্তি, দল অথবা জনগণের কাছে বার্তা প্রচার বা তথ্য প্রদান করে-

- আপদসমূহ সম্বন্ধে
- ঝুঁকি সম্বন্ধে
- ঝুঁকির উপাদানগুলো সম্বন্ধে
- পরিবেশ সম্বন্ধে
- সম্ভাব্য প্রয়োজন সম্বন্ধে
- বিপদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে
- বিপদ প্রতিরোধ, এড়াতে অথবা কমাতে কি করা যায় সে সম্বন্ধে ।

পূর্ব সতর্কতা পরামর্শ দেয়-

- প্রতিরোধের উপায় সম্বন্ধে

উদাহরণ: প্রাকৃতিক অথবা মানুষের সৃষ্ট কার্যক্রম দ্বারা পানি সম্পদ দূষিত হওয়ার সর্তকতা যথা- ব্যাক্টেরিয়ার কারণে দূষিত হওয়া, খনির কারণে দূষিত হওয়া ইত্যাদি ।

- প্রস্তুতির উপায় সম্বন্ধে

উদাহরণ: বিপদজনক আবহাওয়া? পূর্বাভাস ও সতর্কতা, প্রতিরোধমূলক উদ্ধার

- প্রশমনের উপায় সম্বন্ধে

উদাহরণ: বাঁধ শক্তিশালী করতে বালির বস্তা দেওয়া

- ভীতির পরিস্থিতিতে সাড়ার উপায় সম্বন্ধে

উদাহরণ: বন্যার পানিতে বাঁধ ভেঙে যেতে পারে তাই বালির বস্তা দিয়ে বাঁধ শক্তিশালী করতে সতর্ক করা; জনগোষ্ঠীকে এলাকায় সশস্ত্র দলের উপস্থিতি জানানো, সতর্কতা এবং জনগণকে গ্রামের উন্মুক্ত জায়গায় জড়ো হওয়ার পরামর্শ দেওয়া ।

পূর্বসতর্কতা নির্দেশনা দেয়:

- কি করতে হবে?
- কখন করতে হবে?
- কীভাবে করতে হবে?
- কাকে করতে হবে?
- কে করবে?
- কোথায় করবে?

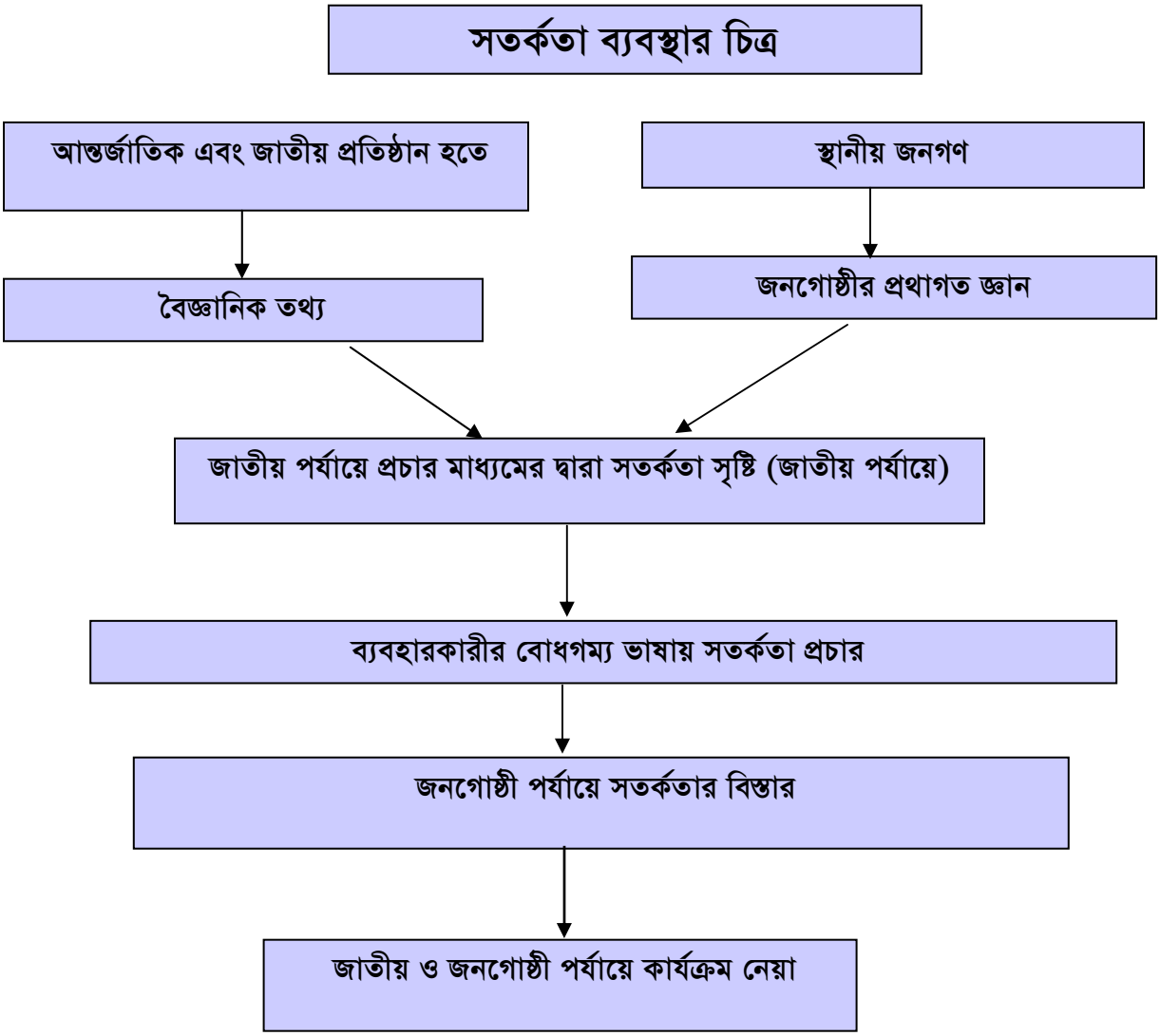

স্থানান্তর কর:

যারা জীবনের ঝুঁকিতে আছে তাদের আশ্রয় কেন্দ্রে নেয়া গুরুত্বপূর্ণ। জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আনার প্রক্রিয়াই হলো স্থানান্তর করা। যখন আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা প্রচার করা হয়, তখন উপকূলীয় ও দ্বীপের জনগণকে স্থানান্তর করা গুরুত্বপূর্ণ। প্রবল বন্যার সময়ে জনগণকে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসা গুরুত্বপূর্ণ

অনুসন্ধান এবং মুক্ত ও উদ্ধার করা

আপদ দুর্যোগ সৃষ্টি করার পর আটকে পড়া ও হারিয়ে যাওয়া লোককে অনুসন্ধান ও উদ্ধার করা প্রয়োজন। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ভূমিকম্পের পর বেশ কিছু লোক ধ্বসে পড়া ভবনের নিচে আটকে থাকে। প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের সময় যে সকল হারিয়ে যাওয়া জনগণ নিরাপদ আশ্রয়ে আসতে সক্ষম হয়নি, তাদের অনুসন্ধান ও মুক্ত করা নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা প্রয়োজন।

চাহিদা এবং ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ

জরুরি সাড়ায় নিয়োজিত সংস্থাসমূহের জরুরি অবস্থা নিরূপণ করা উচিত এবং সাড়া কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্বে তাদের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা উচিত। দুর্যোগের প্রতিক্রিয়ায় প্রাথমিক মূল্যায়ন ছাড়া যে সংস্থা ত্রাণ সরবরাহ করে, তারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে তা করে এবং তা স্থানীয় জনগণের আসল উপকারে আসে না। আসলে একটি জরুরি সাড়া নিম্নলিখিত স্তরে গঠিত:

১. পরিস্থিতি মূল্যায়ন,
২. উদ্দেশ্য ঠিক করা,
৩. বিকল্প ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করা এবং
৪. উদ্দেশ্য ও বিকল্পের উপর ভিত্তি করে সাড়া বাস্তবায়ন করা।

দুর্যোগ মূল্যায়ন একটি চলমান ও আবর্তনমূলক প্রক্রিয়া। পরিস্থিতি, তথ্য প্রাপ্যতা এবং জরুরি চাহিদা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় । দুর্যোগের ধরন, প্রাপ্ত সম্পদ এবং নির্দিষ্ট তথ্যের চাহিদার ওপর নির্ভর করে কতদিন পর পর ও কীভাবে বিভিন্ন মূল্যায়ন করা হবে? সাধারণত: যত দ্রুত অবস্থান পরিবর্তন হয় তত দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। সাড়া পরিবর্তনের সাথে সাথে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল পরিবর্তিত হবে। প্রাথমিক মূল্যায়ন দ্রুত ও খসড়া হতে পারে কিন্তু সময় এবং উপাত্ত পাওয়ার সাথে সাথে এর উন্নয়ন করা উচিত।

এটা স্পষ্ট যে কার্যকর উদ্যোগ সময় নির্ভর এবং প্রধানত নির্ভর করে আক্রান্ত এলাকায় কি পরিমাণ সম্পদ বিদ্যমান আছে তার উপর। এগুলোর অধিকাংশই পূর্ব পরিকল্পিত। একটি দুর্যোগের পরবর্তী ফলাফলের বিস্তারিত মূল্যায়নের জন্য এবং বাহিরের প্রতিষ্ঠানের বড় আকারের সহায়তা পাওয়ার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে ভূমিকম্পের অনুসন্ধান ও উদ্ধার এবং প্রাথমিক জরুরি চিকিৎসা সেবার সাড়া তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে নির্ভর করে স্থানীয় সম্পদের উপর।

জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম

কোন দুর্যোগে আক্রান্ত জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা উপকরণ যথা খাদ্য, বাসস্থান, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা ইত্যাদি পৌঁছানো জরুরি ত্রাণ কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। ত্রাণ সরবরাহ করার জন্য আপদের প্রকার এবং বিপদাপন্নতা চিহ্নিত করা গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ স্বরুপ গর্ভবতী মহিলাদের অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজন। সকল জনগণকে এক জায়গায় ডাকার চেয়ে বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী জনগণের মধ্যে অন্যভাবে ত্রাণ বিতরণ করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থাসমূহ নিয়ে একটি প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। এ প্রকল্প ত্রাণ সামগ্রীর গুণগত মান ও পরিমাণ বর্ণনা করে পুষ্টি ও প্রাপ্যতার ভিত্তিতে। এই প্রকল্প প্রাপ্ত সম্পদের ওপর নির্ভরশীল যা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, পুষ্টি, খাদ্য সহায়তা, আশ্রয় ও অবস্থান পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্য সেবার নূন্যতম মান তৈরি করে। এ মানগুলো পৃথিবীব্যাপী একই রকম। মানের ব্যবহার নির্ভর করে দেশের বিদ্যমান সম্পদের উপর।

জরুরি চিকিৎসা সহায়তা

দুর্যোগে যখন মানুষের মৃত্যু ঘটে, অবকাঠামো ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও তা জীবিত জনগণের স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। বিভিন্ন ধরনের আপদের ও স্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাবের মাঝে একটি সম্পর্ক আছে। প্রধানত এর তাৎক্ষণিক প্রভাব হল যে কোন আঘাত। উদাহরণ স্বরূপ- ভূমিকম্প এমন অনেক আঘাত ঘটায় যেখানে স্বাস্থ্য সেবা প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগ বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এগুলো হতে পারে আঘাত, ভোগান্তি ও রোগ, যেমন- জ্বর, ঠান্ডা, বিভিন্ন প্রকার চর্ম রোগ, ডায়রিয়া, আঘাতের সংক্রমণ, পোড়া এবং পাকস্থলি সমস্যা। এ ছাড়াও দুর্যোগের পরবর্তী ফলাফল সংক্রামক রোগের প্রসার, পুষ্টিহীনতা, দূষিত পানি

সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ধ্বংসসহ বিভিন্ন বিভিন্ন প্রতিকূলতা মানষিক বিপর্যস্ততার দিকে পরিচালিত হতে পারে। জরুরি সাড়ার পদক্ষেপ হিসাবে এ সময়ে আক্রান্ত জনগণকে জরুরি চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

জরুরি পূনর্বাসন

দুর্যোগ ঘটার পরে যে কার্যক্রম নেয়া হয় তাকে পুনর্বাসন বুঝায়, এতে এমন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয় যাতে আক্রান্ত জনগণ পূনরায় কার্যক্রম শুরু করতে সক্ষম হয়। আক্রান্ত জনগণের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করে ভৌত ক্ষয়ক্ষতি ও জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক কাজকর্ম পূনরায় শুরু করতে, অর্থনৈতিক কার্যক্রম ফিরিয়ে আনতে এবং যারা বেঁচে গেছে সেসব জনগণের মানসিক ও সামাজিক নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করে। আক্রান্ত জনগণের জীবন যাত্রার মান দুর্যোগ পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জরুরি পুনর্বাসনকে বিবেচনা করা যেতে পারে দূর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের মধ্যবর্তী একটি পর্যায় হিসাবে। এ পর্যায়ে একটি যাচাই তালিকা তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ যা ভবিষ্যৎ অবস্থা পর্যালোচনা করতে প্রয়োজন। এ যাচাই তালিকা জনগোষ্ঠীর কার্যকর সাড়া ব্যবস্থাপনাকে সাহায্য করবে।

জরুরি অবস্থায় কার্যকর ভাবে সাড়া দেয়ার যাচাই তালিকা

পূর্বসর্তকতা	• পূর্ব সর্তকতা ব্যবস্থা কাজ করছে। • জনগোষ্ঠীকে পূর্ব সতর্কতামূলক তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা প্রস্তুত আছে। • জনগোষ্ঠী পূর্ব সর্তকতা বোঝে কিনা এবং সে অনুযায়ী সঠিক ব্যবস্থা নিতে পারছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা আছে।
স্থানান্তর করা	• বিপদাপন্নতার তালিকা প্রস্তুত আছে • স্থানান্তরের জায়গা চিহ্নিত আছে ও সেখানে যথাযথ সুবিধা বিদ্যমান • জনগোষ্ঠী উদ্ধার স্থল এবং উদ্ধার স্থানে যাওয়ার পথ সম্পর্কে সচেতন। • স্থানান্তরের জন্য সকল সরঞ্জাম বিদ্যমান
অনুসন্ধান এবং মুক্ত বা উদ্ধার করা	• অনুসন্ধান এবং মুক্ত করার জন্য প্রশিক্ষিত দল বিদ্যমান • স্বেচ্ছাসেবক দল সহায্য করার জন্য প্রস্তুত • সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বিদ্যমান
চাহিদা এবং ক্ষয়ক্ষতি নিরূপন করা	• প্রশিক্ষিত দল বিদ্যমান • মানচিত্র বিদ্যমান • প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান হাতে আছে • সকল ক্ষেত্রের মূল্যায়নের জন্য সমন্বয় নিশ্চিত করা হয়েছে
জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম	• প্রয়োজনীয় জরুরি মজুত বিদ্যমান • প্রয়োজন অনুযায়ী নগদ টাকা পাওয়ার সুবিধা আছে • আপদ বিবেচনা করে ত্রাণ সামগ্রী বা পারিবারিক

	প্যাকেজ নির্দিষ্ট করা আছে ● সরকার, এনজিও এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয় আছে
জরুরি চিকিৎসা সেবা	● সকল চিকিৎসা কর্মী উপস্থিত আছে ● জরুরি পরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং কাজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে ● সকল চিকিৎসা সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুত এবং কার্যকরভাবে সচল আছে ● ঔষধ ও অন্যান্য সরবরাহ প্রস্তুত আছে ● গ্রাম্য ডাক্তার, এনজিও ও ধাত্রীদের মধ্যে সমন্বয় আছে
জরুরি পুনর্বাসন	● সরকার, এনজিও এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয় আছে ● মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রস্তুত আছে ● সম্ভাব্য বা অনুমিত সম্পদ পাবার পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং এগুলো পাবার পথ খুঁজে বের করা হয়েছে। এজন্য প্রাথমিক যোগাযোগ করে রাখা হয়েছে।

দুর্যোগে জরুরি ব্যবস্থাপনা আসলেই একটি বড় কাজ। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সময়ে কাজের পরিকল্পনার ওপর জরুরি ব্যবস্থাপনার সাফল্য নির্ভর করে। জরুরি অবস্থার পরে প্রচুর কাজেরও প্রয়োজন হয় যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে ঘিরে চলে। কার্যকর জরুরি ব্যবস্থাপনার জন্য গণমাধ্যম কার্যকর ভূমিকা রাখে। যারা গণমাধ্যমের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের প্রশিক্ষিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা সঠিক ও কার্যকর তথ্য ও প্রতিবেদন সঠিক সময়ে ও কার্যকরভাবে সরবরাহ করতে সক্ষম হন।

৭. সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিতে বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

কাঠামো	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	দায়িত্বসমূহ
জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের দায়িত্ব হলো সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা ও কর্মপন্থা সরবরাহ করা যা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রমসমূহকে সহায়তা করবে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল আপদকালীন সময় জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়া দান প্রক্রিয়া মনিটর করবে এবং বিভিন্ন সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।
আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (IMDMCC)	মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব হলো বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অন্য সংস্থাসমুহের সাথে ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমসমূহের সমন্বয় করা। আপদকালীন জরুরি সাড়া প্রক্রিয়াসমূহের সমন্বয় করা, ক্ষয়ক্ষতির হিসাব একত্রীকরণ ও চাহিদা নিরূপন করাও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব।
জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কাউন্সিল (NDMAC)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ	জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কাউন্সিল-এর দায়িত্ব হলো সমন্বিত এপ্রোচে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহের গঠন ও বাস্ত বায়নের জন্য সরকারকে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা।
জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (DDMC)	জেলা প্রশাসক	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব হলো উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও পৌরসভা (গ্রেড-এ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন নিশ্চিত করা, এর সক্রিয়তা, তথ্য সংগ্রহসহ অন্যান্য কার্যক্রম নিশ্চিত করা এবং প্রশিক্ষণের যে সুযোগগুলো আছে তা কাজে লাগানো। জেলা পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি ও বাস্তবায়নের সময় দুর্যোগের উপাদানসমুহ এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাস সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা নিশ্চিত করা। জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সংস্থাসমূহকে ভালভাবে প্রস্তুত রাখার লক্ষ্যে জেলার দুর্যোগে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা যাতে প্রধান দুর্যোগ এবং দুর্যোগ ঘটার সময়ে সতর্কতা সংকেতের আলোকে দুর্যোগ কার্যকরভাবে এবং দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করা যায়।

কাঠামো	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	দায়িত্বসমূহ
সিটি করপোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (CCDMC)	মেয়র, সিটি করপোরেশন	সিটি করপোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব হলো সিটি করপোরেশনে আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ নিশ্চিত করা। বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি চিহ্নিত করা। ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদি বিপদাপন্নতা হ্রাস ও সামর্থ্য তৈরির জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা। জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়াদানের সময় বিপদ সংকেত প্রচার করা, উদ্ধার পরিকল্পনা অনুযায়ী বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী উদ্ধার করা, উদ্ধার তৎপরতার জন্য সাধারণ প্রস্তুতি পরীক্ষা করা এবং উদ্ধারকারী দল গঠন করা। সিটি করপোরেশন এলাকায় সরকারি ও এনজিও সকল ত্রাণ তৎপরতা সমন্বয় করা যাতে ত্রাণ সামগ্রী নিরপেক্ষভাবে বিতরণ করা হয়। ডায়রিয়া ও অন্য পানিবাহিত রোগ হতে রক্ষা পেতে স্থানীয় সম্পদ ও জরুরি সহায়তা ব্যবহার করে প্রশিক্ষিত ছাত্র, যুবক, ক্লাব সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা মুখে খাওয়ার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি তৈরি ও বিতরণের জরুরি পদক্ষেপ নেয়া।
পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (PDMC)	চেয়ারম্যান, পৌরসভা	পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব হলো পৌরসভায় আপদ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ নিশ্চিত করা। বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি চিহ্নিত করা। ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদি বিপদাপন্নতা হ্রাস ও সামর্থ্য তৈরির কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা। ভীতিকর পরিস্থিতিতে সাড়াদানের সময় বিপদসংকেত প্রচার, উদ্ধার পরিকল্পনা অনুযায়ী বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর উদ্ধার, উদ্ধার তৎপরতার জন্য সাধারণ প্রস্তুতি পরীক্ষা এবং উদ্ধারকারী দল প্রস্তুত রাখাও এই কমিটির দায়িত্ব। পৌরসভা এলাকায় সরকারি ও এনজিও সকল ত্রাণ তৎপরতা সমন্বয় করা যাতে ত্রাণ সামগ্রী নিরপেক্ষভাবে বিতরণ করা হয়। ডায়রিয়া ও অন্য পানিবাহিত রোগ হতে রক্ষা পেতে স্থানীয় সম্পদ ও জরুরি সহায়তা ব্যবহার করে প্রশিক্ষিত ছাত্র, যুবক, ক্লাব সদস্য, ভলানটিয়ার দ্বারা মুখে খাওয়ার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি তৈরি ও বিতরণ করার জরুরি পদক্ষেপ নেয়া।

কাঠামো	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	দায়িত্বসমূহ
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (UZDMC)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব হলো ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা প্রদান করা এবং পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও সক্রিয় করতে সহায়তা প্রদান করা যাতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারে, সঠিক ও নির্ভুল তথ্য পায় এবং লব্ধ প্রশিক্ষণ হতে লাভ খুঁজে পায়। ইউনিয়ন এবং পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির স্থানীয় সতর্কতা ব্যবস্থা উন্নয়নে, ঝুঁকি হ্রাস প্রকল্প পরিকল্পনায়, উদ্ধার ও পূনরুদ্ধার তৎপরতা কৌশল এবং সচেতনতা বৃদ্ধি কৌশল প্রণয়নে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সহযোগিতা প্রদান করবে। উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন-এর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে প্রক্রিয়াগুলো ভালভাবে বিবেচনা করা নিশ্চিত করবে।
ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব হলো ইউনিয়ন পর্যায়ে আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ নিশ্চিত করা। বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি চিহ্নিত করা। ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকির আশঙ্কা হ্রাসের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করার সামর্থ্য তৈরি করা। স্থানীয় জনগণকে তথ্য পৌঁছানো নিশ্চিত করা; গৃহস্থালি ও জনগোষ্ঠী পর্যায়ে ঝুঁকি হ্রাসে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়ার সামর্থ্য সৃষ্টি করা; স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে গৃহস্থালি ও জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাসের সফলতার ইতিহাস প্রচার করা এবং জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে একটি স্থানীয় ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করাও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব। সতর্কতা, বিপদ সংকেত ও নিরাপত্তা বার্তা বিলি করা, উদ্ধার পরিকল্পনা অনুযায়ী বিপদাপন্ন জনগণকে স্থানান্তর করা, উদ্ধার দলের শেষ মূহুর্তের প্রস্তুতি মিলিয়ে দেখা এবং এই প্রস্তুতির সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে ব্যবধান কমিয়ে আনতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া। ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মাঝে বিপদ সংকেতের পূর্বাভাস বার্তা কার্যকরভাবে ও দ্রুত প্রচারের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবক এবং জনগণকে মাঠে নিয়োগ করা এবং সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও সতর্কবার্তা প্রচারের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা। পূর্ব নির্ধারিত জরুরি আশ্রয় কেন্দ্র পরিদর্শন করা এবং নিশ্চিত হওয়া যে প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ ও নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকগণ সেবা প্রদান করতে সর্তক এবং প্রস্তুত রয়েছে।

৮. জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপন প্রক্রিয়া (সিআরএ)- প্রাথমিক ধারণা

সিআরএ কি?

সিআরএ (Community Risk Assessment) একটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যার অনুশীলনের মাধ্যমে আপদ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, ঝুঁকি মানিয়ে নেবার ক্ষমতা ও তা সাফল্যের সাথে আয়ত্ত করার কৌশল এবং ঝুঁকি নিরসনে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও ভবিষ্যৎ বাণী এবং অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে স্থানীয় সকল পেশা ও সামাজিক শ্রেণীর নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য একান্ত প্রয়োজন। এটা অনস্বীকার্য যে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর জন্য ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা এবং তা নিরসনের কৌশল আলাদা। সিআরএ-তে স্টেকহোল্ডার দলগুলোর মতামতের ভিত্তিতে ঝুঁকি চিহ্নিত করা, সমাধানে ঐকমত্যে পৌঁছানো, সমাধানের প্রভাব বিশ্লেষণ করা এবং সবশেষে একটি বাস্তবায়নযোগ্য ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এ পদ্ধতিতে একে অন্যের মতামতের প্রতি সম্মান দেখানোকে উৎসাহিত করা হয়।

সিআরএ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীগণ এলাকার আপদ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসের কৌশল নির্ধারণ করেন। এতে সকল পেশার ও শ্রেণীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি আপদের ঝুঁকি হ্রাসের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ প্রক্রিয়ায় যেহেতু সকল পেশার ও শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব থাকে এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে স্ব স্ব শ্রেণীর মতামত আলোচিত ও গৃহীত হবার সুযোগ থাকে সেহেতু একটি টেকসই ও গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করা যায়। ফলে বাস্তবায়নের সময় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। তদুপরি, কোনো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে স্থানীয় জনগণই তা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতিটি পদক্ষেপে অর্থাৎ ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসের উপযোগী কৌশল নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং সম্পদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা থেকে তাদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব অনুভব করেন। ফলে পরবর্তীতে বাস্তবায়ন পর্যায়েও তারা ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারেন।

কখন সিআরএ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?

যখন এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথা গরিব কৃষক, মৎসজীবী, ভূমিহীন, মহিলা, বয়স্ক, শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি আপদ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির কারণে বিপদাপন্ন হন তখন সিআরএ-র মাধ্যমে একটি অংশগ্রহণমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ক্রমবর্ধমান আপদ সংঘটনের হার এবং এ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির কারণে জীবন-জীবিকা ও সম্পদের বিপদাপন্নতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসকল বিষয় বিবেচনা করে স্থানীয় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসের উপযোগী একটি কৌশল নির্ধারণ করা অপরিহার্য, যেখানে স্থানীয় সকল ষ্টেকহোল্ডার দলের প্রতিনিধিগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে এর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন।

বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্পসমূহ টেকসই ঝুঁকি হ্রাস প্রক্রিয়ায় স্থানীয় ষ্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে। বাংলাদেশে যে কোন আপদের ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমে সরকারি সংস্থাসমূহ মূল ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর হিতসাধনের জন্য বিভিন্ন জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও জাতিসংঘ সংস্থা কাজ করে, যাদের জন্য সিআরএ একটি কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে। সিআরএ ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্য অর্জনে

বিপদাপন্ন মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সিআরএ-র দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়নে বিভিন্ন পেশজীবী জনগোষ্ঠী, বিভাগ ও সংস্থা এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। আশা করা যায়, যে সকল সংস্থা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমের সাথে জড়িত তারা সিআরএ - র মাধ্যমে উপকৃত হবে।

সিআরএ-র ব্যবহার

সরকার বর্তমানে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সে দিক দিয়ে সরকার এই পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারকারী হতে পারে। সিআরএ একটি সমন্বিত পদ্ধতি যা আপদ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ, বিশেষভাবে, সার্বিক দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কর্মসূচি-সিডিএমপি-র সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক ব্যবহৃত হবে, যেখানে জনগণের অংশগ্রহণই মূল বিবেচ্য বিষয়। যে সকল সংস্থা অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের জন্যেও এ প্রক্রিয়া কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এ ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়নে সিআরএ - র ব্যবহার তিনটি পর্যায়ে হতে পারে। যেমন:

- স্থানীয় পর্যায়ে
- আঞ্চলিক পর্যায়ে এবং
- জাতীয় পর্যায়ে।

সিআরএ-র গুরুত্বপূর্ণ ধাপসমূহ

১. স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও এলাকা সম্পর্কে জানা
২. আপদ এবং বিপদাপন্ন খাত, সামাজিক উপাদান ও এলাকা চিহ্নিত করা
৩. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা
৪. ঝুঁকি হ্রাসের কৌশল নির্ধারণ করা
৫. কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐকমত্য হওয়া
৬. বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।

সিআরএ-র অংশগ্রহণকারী

সিআরএ-তে স্থানীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দু'ধরনের স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণই গুরুত্বপূর্ণ।
প্রত্যক্ষ স্টেকহোল্ডার, যেমন: নারী পুরুষ নির্বিশেষে মৎস্যজীবী, কৃষক, শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি, গৃহিণী ও অন্যান্য পেশার মহিলা, ভূমিহীন ইত্যাদি। এরা এলাকায় বসবাস করেন এবং কোন আপদে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হন।
পরোক্ষ স্টেকহোল্ডার তাদেরকে বলা হয় যারা সরাসরি কোন আপদে ক্ষতিগ্রস্ত হন না কিন্তু পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা দিয়ে থাকেন। যেমন: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, এলাকার অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিবৃন্দ, সরকারি, বেসরকারি সেবাপ্রদানকারী সংস্থাসমূহ ইত্যাদি।

স্টেকহোল্ডারদের ধরন স্থানীয় এলাকা, পেশা, জনগোষ্ঠী ও সিআরএ পরিচালনার উদ্দেশ্য ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন হতে পারে। সিআরএ-তে অংশগ্রহণকারী স্টেকহোল্ডার দলের সংখ্যা ও ধরন কি হবে তা সিআরএ-র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে এবং সামাজিক পরিধির ওপর ভিত্তি করে ঠিক করতে হবে।